HSC
একাডেমিক কোর্স

সমাজবিজ্ঞান ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০৭– বাংলাদেশে বিবাহ, পরিবার এবং জ্ঞাতিসম্পর্ক

টপিক – ০১ বাংলাদেশের সমাজে বিবাহের ধরন ও বৈশিষ্ট্য

আলোচিত বিষয়বস্তু

টপিক ০১: বাংলাদেশের সমাজে বিবাহের ধরন ও বৈশিষ্ট্য
টপিক ০২: বিবাহের ধরন
টপিক ০৩: বাংলাদেশের সমাজজীবনে বিবাহের গুরুত্ব
টপিক ০৪: বাংলাদেশে পরিবারের ধরন
টপিক ০৫: বিবাহের সংখ্যাভিত্তিক পরিবার
টপিক ০৬: ক্ষমতাভিত্তিক পরিবার
টপিক ০৭: বিবাহোত্তর বসবাসের রীতিভিত্তিক পরিবার
টপিক ০৮: বংশমর্যাদা ও সম্পত্তির উত্তরাধিকারভিত্তিক পরিবার
টপিক ০৯: বাংলাদেশের সমাজজীবনে পরিবারের গুরুত্ব
টপিক ১০: বাংলাদেশে গ্রামীণ ও শহুরে পরিবারের প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য
টপিক ১১: বাংলাদেশের গ্রামীণ ও শহুরে পরিবারের পরিবর্তনের কারণ ও প্রভাব
টপিক ১২: বাংলাদেশে জ্ঞাতিসম্পর্কের ধরন

আলোচিত বিষয়বস্তু

টপিক ১৩: বাংলাদেশের গ্রামীণ ও শহুরে সমাজে জ্ঞাতিসম্পর্কের প্রকৃতি
টপিক ১৪: বিবাহ, পরিবার ও জ্ঞাতিসম্পর্কের ওপর সমাজের আধুনিক উপাদানের প্রভাব
টপিক ১৫: সৃজনশীল প্রশ্ন সমাধান
টপিক ১৬: বহুনির্বাচনী প্রশ্ন সমাধান

বাংলাদেশের সমাজে বিবাহের ধরন ও বৈশিষ্ট্য

This Topic is important for

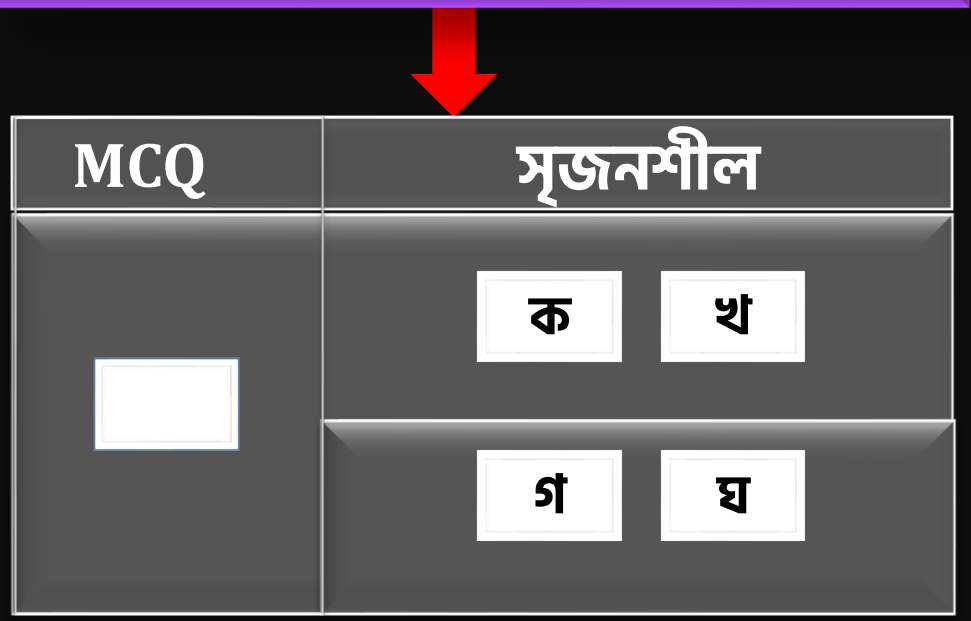

বাংলাদেশের সমাজে বিবাহের ধরন ও বৈশিষ্ট্য

বাংলাদেশের মানুষ ধর্ম, সামাজিক রীতিনীতির প্রতি খুবই অনুরাগী। বিশেষ করে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর জনসাধারণের ধর্মীয় অনুভূতি ব্যাপক হওয়ায় তারা সামাজিক রীতিনীতি ও মূল্যবোধের প্রতি বেশ অনুরাগী হয়ে থাকে। যার প্রতিচিহ্ন পাওয়া যায় দেশটির বিবাহের ধরন আর প্রকৃতিতে। প্রাচীন আমল থেকে চলে আসা রীতিনীতির ভিত্তিতেই এখানে বিবাহপ্রথা বা অনুষ্ঠান পরিচালিত হয়ে থাকে। আর বিবাহের মাধ্যমেই এদেশের সমাজে বিভিন্ন ধরনের পরিবার কাঠামো গড়ে উঠেছে। বিবাহ ছাড়াও কর্তৃত্ব, বসবাসের স্থান প্রভৃতির প্রভাবে পরিবারের ভিন্নতা এ দেশের বিভিন্ন সমাজে পরিলক্ষিত হয়। যার ফলে পরিবারের প্রকৃতিতেও স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়। অন্যদিকে, বাংলাদেশের সমাজ মূলত জ্ঞাতিভিত্তিক। এখানে জ্ঞাতিসম্পর্ক ব্যক্তিজীবন থেকে শুরু করে পারিবারিক, সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক জীবনে ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করে থাকে। এছাড়াও আধুনিকতার ছোঁয়ায় এদেশের বিবাহ, পরিবার ও জ্ঞাতিসম্পর্কের প্রকৃতি, ধরন আর কার্যপ্রণালিতে নিয়ে এসেছে পরিবর্তন। আধুনিক উপাদানসমূহ বাংলাদেশের মানুষের জীবনকে দিয়েছে গতিময়তা। সৃষ্টি করেছে সমস্যা, তৈরি করেছে সামাজিক বৈচিত্র্য।

বাংলাদেশের সমাজে বিবাহের ধরন ও বৈশিষ্ট্য

বিবাহ (Marriage)

বিবাহ হলো একটি সর্বজনীন সামাজিক প্রতিষ্ঠান, যার ভিত্তিতে পরিবারের মতো আদি সামাজিক প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে। বিবাহ নামক প্রতিষ্ঠানই পরিবারে স্থায়িত্ব এবং সামাজিক স্বীকৃতির ভিত্তি। বিবাহ হলো সমাজ, সংস্কৃতি ও ধর্ম কর্তৃক অনুমোদিত এমন এক চুক্তি যার মাধ্যমে একজন পুরুষ এবং একজন মহিলা একত্রে বসবাস করার চূড়ান্ত ক্ষমতা অর্জন করে। অর্জন করে পরিবার গঠনের যোগ্যতা- যা সৃষ্টি করে কিছু অধিকার ও কর্তব্যের সম্পর্ক।

বিবাহের এমন কোনো সংজ্ঞা নেই, যা দ্বারা মানবসমাজে সংঘটিত সব ধরনের বিবাহের ব্যাখ্যা দেওয়া যায়। বিবাহ হলো নারী-পুরুষের মধ্যে এমন এক চুক্তির সম্পর্ক, যার মাধ্যমে তারা স্বামী-স্ত্রী একত্রে যৌন সম্পর্ক স্থাপন এবং সন্তান উৎপাদন ও একই পরিবারে বসবাস করার সামাজিক, ধর্মীয় ও আইনগত স্বীকৃতি লাভ করে।

বাংলাদেশের সমাজে বিবাহের ধরন ও বৈশিষ্ট্য

মুসলিম বিবাহ

হিন্দু বিবাহ

বাংলাদেশের সমাজে বিবাহের ধরন ও বৈশিষ্ট্য

'ইসলাম' ধর্মে বিবাহ একটি, আইনগত, সামাজিক ও ধর্মীয় বিধান। বিবাহ এমন একটি চুক্তি যার মাধ্যমে নর-নারীর একত্রে বসবাস তথা সন্তান জন্মদানকে বৈধ হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। এটা হলো ধর্মীয় আশীর্বাদ সংবলিত একটি দেওয়ানি চুক্তি। হিন্দুধর্মে বিবাহ একটি ধর্মানুষ্ঠানও বটে। যদিও পাত্রপাত্রী উভয় পক্ষের মতামতভিত্তিক চুক্তির প্রয়োজন রয়েছে।

সমাজতাত্ত্বিকভাবে বলা যায় যে, বিবাহ হলো বয়োপ্রাপ্ত একজন পুরুষ ও একজন নারীর মধ্যে সম্পাদিত এমন চুক্তি যার ফলে তারা একত্রে বসবাস করার, পরিবার গঠনের, সন্তান জন্মদানের আইনগত ও সামাজিক সম্মতি লাভ করে। বিবাহের মাধ্যমে স্বামী-স্ত্রী একের প্রতি অন্যের এবং উভয়ের জ্ঞাতি গোষ্ঠীর সঙ্গে তৈরি হয় এক দায়-দায়িত্বের সম্পর্ক। অধিকার ও কর্তব্যের সম্পর্ক।

বাংলাদেশের সমাজে বিবাহের ধরন ও বৈশিষ্ট্য

প্রখ্যাত সমাজবিজ্ঞানী ওয়েস্টারমার্ক (Westermarck) তার 'The History of Humam Marriage' গ্রন্থে বলেন, "বিবাহ হচ্ছে নারী ও পুরুষের মোটামুটি স্থায়ী এমন একটি সম্পর্ক যা কেবল সন্তান জন্মদান পর্যন্তই স্থায়ী হয় না, বরং এরপরও কিছুদিন অন্তত স্থায়ী হয়।"

সমাজবিজ্ঞানী ই. আর. গ্রোভস (E. R. Groves) বলেন, "বিবাহ হচ্ছে এমন এক দুঃসাহসিক বন্ধুত্ব যার আইনগত রেজিস্ট্রেশন এবং সামাজিক গোষ্ঠীর সমর্থন রয়েছে।"

নৃবিজ্ঞানী লোঈ (Lowie) তার 'Social Organisation' গ্রন্থে বলেন, "বিবাহ হচ্ছে একজন নারী ও একজন পুরুষের মধ্যে আপেক্ষিকভাবে স্থায়ী এবং সমাজ স্বীকৃত বন্ধন বিশেষ।"

নৃবিজ্ঞানী ম্যালিনস্কি (Malinowski) বলেন, বিবাহ হলো সন্তান উৎপাদন ও পালনের একটি চুক্তিপত্র।”

অধ্যাপক এল. এইচ. মর্গান বলেন, "বিবাহ হলো আইনসংগত গণিকাবৃত্তি।"

বাংলাদেশের সমাজে বিবাহের ধরন ও বৈশিষ্ট্য

বিবাহ সম্পাদনের পূর্বে কিছু গুরুত্বপূর্ণ শর্ত পূরণ আবশ্যকীয়। যেমন-

১. বয়োপ্রাপ্ত হওয়া। বাংলাদেশে বিবাহের আইনগত বয়সসীমা পাত্রী বা মেয়েদের ক্ষেত্রে কমপক্ষে ১৮ বছর এবং পাত্র বা ছেলেদের ক্ষেত্রে কমপক্ষে ২১ বছর হওয়া বিবাহের অন্যতম পূর্বশর্ত। অর্থাৎ বাংলাদেশে তথা বিশ্বের অধিকাংশ দেশে অপ্রাপ্ত বয়স্কদের মধ্যে বিবাহ অনুষ্ঠিত হতে পারে না। যদিও এখনও বাংলাদেশে বাল্যবিবাহের উপস্থিতি লক্ষ করা যায়।

২. বিবাহের আরেকটি শর্ত হলো বিবাহের প্রস্তাব পেশ করা। একপক্ষ অন্য পক্ষের কাছে বিবাহের প্রস্তাব পেশ করবে।

৩. উক্ত বিবাহের প্রস্তাবে উভয় পক্ষ সম্মতি প্রকাশ করবে।

৪. বিবাহে সাক্ষী থাকবে।

৫. বিবাহ অনুষ্ঠানকালে প্রস্তাব বা অন্যান্য উচ্চারিত শব্দাবলি অবশ্যই সুস্পষ্ট হতে হবে।

৬. প্রস্তাব এবং এর গ্রহণ একই বৈঠকে উচ্চারিত হতে হবে।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

সমাজবিজ্ঞান ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০৭– বাংলাদেশে বিবাহ, পরিবার এবং জ্ঞাতিসম্পর্ক

টপিক – ০২ বিবাহের ধরন

বিবাহের ধরন

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল	
	ক	খ
	গ	ঘ

বিবাহের ধরন

বাংলাদেশ কৃষিভিত্তিক দেশ হওয়ায় এর অধিকাংশ জনসাধারণ গ্রামে বসবাস করে। তাদের মধ্যে ধর্মীয় অনুভূতি ও সামাজিক আচার-অনুষ্ঠান ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করে। সুনির্দিষ্ট সামাজিক রীতিনীতির মাধ্যমে এদেশের মানুষ তাদের সামাজিক জীবন পরিচালনা করে থাকে। বিবাহের ক্ষেত্রেও এসব রীতিনীতির প্রভাব বা উপস্থিতি লক্ষ করা যায়। নিচে বাংলাদেশের বিবাহের ধরন ও এর বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলোকপাত করা হলো-

১. এক বিবাহ (Monogamy): Monogamy বা এক বিবাহ হলো বাংলাদেশের সমাজের বিবাহের সাধারণ রীতি। কি গ্রাম, কি নগর, হিন্দু কি মুসলিম সব সমাজে অধিকাংশ বিবাহই মূলত এক বিবাহ। একজন পুরুষ ও একজন মহিলার বিবাহকে এক বিবাহ বা Monogamy বলা হয়ে থাকে। অর্থাৎ বয়োপ্রাপ্ত একজন পুরুষ বয়োপ্রাপ্ত একজন মহিলার সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার রীতিই এক বিবাহ যা প্রাচীনকাল থেকে এদেশে প্রাধান্য পেয়ে আসছে। আর এটিই এদেশের সমাজে বিবাহের স্বাভাবিক এবং সাধারণ রেওয়াজ। বর্তমান সমাজে এক বিবাহ বা Monogamy হলো সর্বজন স্বীকৃত এবং সর্বাধিক জনপ্রিয় বিবাহ ব্যবস্থা। বাংলাদেশের আধুনিক সমাজজীবনেও এক বিবাহ জনপ্রিয় স্থান দখল করে আছে। এ প্রকারের বিবাহের প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সুষ্ঠু সামাজিক ও বৈবাহিক সম্পর্ক গড়ে তুলে সমাজজীবনকে সুশৃঙ্খলভাবে পরিচালিত হতে সাহায্য করে।

বিবাহের ধরন

২. বহু স্ত্রী বিবাহ (Polygamy): যে বিবাহ রীতিতে একজন পুরুষ একই সময়ে একাধিক নারীকে বিবাহের মাধ্যমে দাম্পত্য জীবন পরিচালনা করে তখন তাকে বহুস্ত্রী বিবাহরীতি বলা হয়। অশিক্ষিত ও সুবিধাবঞ্চিত গ্রামের জীবন থেকে শুরু করে আধুনিক শিক্ষিত শহুরে জীবনেও এ ধরনের ঘটনার প্রমাণ পাওয়া যায়। এমনকি এক স্ত্রীর বর্তমানে আরেক স্ত্রী গ্রহণের মাধ্যমে বহু স্ত্রী বিবাহভিত্তিক পরিবারের চিত্রও এদেশের সর্বত্র পরিলক্ষিত হয়। ইসলাম ধর্মে বিশেষ করে কঠোর শর্তে একই সঙ্গে চার স্ত্রী রাখার বিধান রাখা হয়েছে। শর্তাদি হলো কোনো স্বামী যদি চারটি স্ত্রী গ্রহণ করার আর্থিক যোগ্যতা পোষণ করে এবং সংসারে সেটির প্রয়োজন দেখা দেয়- তবে স্ত্রীদের প্রতি সর্বত্রভাবে সমান আচরণ করার কঠিন শর্ত সাপেক্ষে চারটি পর্যন্ত স্ত্রী গ্রহণ করার অনুমতি রয়েছে। শর্তটি পূরণ করা সব লোকের পক্ষেই অসম্ভব। আর এ কারণেই ইসলাম ধর্ম কার্যত এক বিবাহের কথাই বলে। শিক্ষার প্রসারে বর্তমানে তা সীমিত হয়ে এসেছে। তবে নতুন এক ধরনের সমস্যা দেখা দিয়েছে যেখানে বিশেষ করে গ্রামীণ দরিদ্র পরিবারের কোনো স্বামী একের পর এক বিবাহ করছে আর স্ত্রীকে পরিত্যাগ (Divorce) করছে।এ নিষেধ অমান্য করলে প্রথম স্ত্রী আইনের আশ্রয় নিতে পারবে। বাংলাদেশের সমাজে তাই বহু স্ত্রী গ্রহণের প্রবণতা উল্লেখযোগ্য হারে হ্রাস পেয়েছে।

বিবাহের ধরন

৩. বিধবা বিবাহ এবং বিপত্নীক বিবাহ (Widow and Widower Marriage): স্বামীর মৃত্যুর পর কোনো বিধবা মহিলার বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া হলো বিধবা বিবাহ। াংলাদেশের মুসলিম সমাজে বিধবা বা স্বামীহারা মহিলার পুনরায় বিবাহ করার স্বীকৃতি রয়েছে। পক্ষান্তরে, হিন্দু সমাজে বিধবা বিবাহ অদ্যাবধি সামাজিকভাবে নিরুৎসাহিত রয়েছে। স্বামীর মৃত্যুর পর নানা কারণে কোনো বিধবা মহিলা বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে থাকে। সাধারণত অল্প বয়সে স্বামী বিয়োগ, সন্তান-সন্ততি লালন-পালন, নিজের ভরণ-পোষণ, সামাজিক লোকাচার থেকে পরিত্রাণ পাওয়া প্রভৃতি কারণে একজন বিধবা মহিলা দ্বিতীয়বার স্বামী গ্রহণ করে থাকে। এক্ষেত্রে প্রায়ই বিধবা মহিলাকে এমন স্বামী গ্রহণ করতে হয় যে স্বামী নিজেও আগে একবার বিবাহ করেছিলেন এবং কোনো না কোনো কারণে এখন তিনি স্ত্রীহীন জীবনযাপন করছেন।এ ধরনের বিবাহ ব্যবস্থা স্বামী এবং স্ত্রী উভয়কে সামাজিক পঙ্গুত্ব থেকে রক্ষা করে স্বাভাবিকভাবে সামাজিক ভূমিকা পালন করে থাকে। এ ধরনের বিবাহ প্রথা বাংলাদেশের বিধবা মহিলা ও বিপত্নীকদেরকে সামাজিক নিরাপত্তা প্রদান করে থাকে।

বিবাহের ধরন

৪. ভ্রাতৃবধূ বিবাহ এবং শ্যালিকা বিবাহ (Levirate and Sororate Marriage): বাংলাদেশের সমাজে লক্ষণীয় ও প্রচলিত দুটি বিবাহরীতি হলো ভ্রাতৃবধূ বিবাহ এবং শ্যালিকা বিবাহ। নিচে এ দুটি বিবাহ রীতি সম্পর্কে আলোচনা করা হলো-

ভ্রাতৃবধূ বা লেভিরেট বিবাহ: মৃত স্বামীর যে কোনো ভাইয়ের সঙ্গে বিধবা মহিলার বিবাহের রীতিকে ভ্রাতৃবধূ বিবাহ বা লেভিরেট বিবাহ রীতি আখ্যা দেওয়া হয়। এ রীতি অনুযায়ী কোনো ব্যক্তি মারা গেলে তার বিধবা স্ত্রী মৃত স্বামীর ভাইয়ের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়।

সাধারণত মৃত ভাইয়ের শ্বশুর বাড়ির সাথে আত্মীয়তার সম্পর্ক যাতে বিচ্ছিন্ন না হয় অথবা মৃত ব্যক্তির সম্পত্তি বিধবা মহিলাটি তার বাবা-মায়ের সংসারে যাতে নিয়ে যেতে না পারে সেজন্য মৃত স্বামীর বিবাহযোগ্য ছোট ভাই থাকলে তার সঙ্গে বিবাহের ব্যবস্থা করা হয়।

বিবাহের ধরন

শ্যালিকা বা সরোরেট বিবাহ শ্যালিকা বিবাহ বা সরোরেট প্রথায় মৃত স্ত্রীর ছোট বোনকে বিয়ে করা হয়। অর্থাৎ কোনো ব্যক্তির স্ত্রী মৃত্যুবরণ করলে সে তার মৃত স্ত্রীর যেকোনো ছোট বোনকে বিবাহ করবে এমন রীতিই হচ্ছে সরোরেট বা শ্যালিকা বিবাহ। এ রীতিটিরও মুখ্য উদ্দেশ্য হলো আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখা। তবে মৃত বোনের সন্তানদের লালন-পালনের জন্যও এ ধরনের বিবাহ সংঘটিত হয়ে থাকে। শ্যালিকা বা সরোরেট বিবাহ উভয় পক্ষের পূর্ণ সম্মতিতেই অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে।

ভ্রাতৃবধূ ও শ্যালিকা বিবাহ রীতি পৃথিবীর অনেক সমাজেই দেখা যায়। আমাদের বাঙালি মুসলিম সমাজেও ভ্রাতৃবধূ ও শ্যালিকা প্রথা দেখা যায়। সাধারণত স্ত্রী যদি কোনো নাবালক শিশু রেখে মারা যায় অথবা স্বামী ও স্ত্রী পক্ষের আত্মীয়রা আত্মীয়তার সম্পর্কটাকে নষ্ট হতে দিতে না চায় তাহলে শ্যালিকা বিবাহ প্রথাই উৎকৃষ্ট বলে বিবেচিত হয়।

বিবাহের ধরন

৫. প্যারালাল এবং ক্রস-কাজিন বিবাহ (Parallel and Cross Cousin Marriage): আমাদের সমাজে প্যারালাল এবং ক্রস-কাজিন বিবাহের রীতি বিরল নয়। নিচে এ দুটি বিবাহরীতি সম্পর্কে আলোচনা করা হলো-

প্যারালাল কাজিন বিবাহ প্যারালাল কাজিন বলতে চাচাত ভাইবোন বা খালাত ভাইবোনকে বোঝায়। মনে রাখা দরকার যে, একই লিঙ্গের ভাই বা বোনের সন্তানেরা পরস্পর প্যারালাল কাজিন। যেমন দুই ভাইয়ের সন্তান-সন্ততিরা পরস্পর চাচাত ভাইবোন আবার দুই বোনের সন্তান-সন্ততিরা পরস্পর খালাত ভাইবোন। চাচাত ভাইবোনের মধ্যে অথবা খালাত ভাইবোনের মধ্যে বিবাহকে বলা হয় প্যারালাল কাজিন বিবাহ। বাংলাদেশে মুসলিম সমাজে প্রায়ই এ ধরনের বিবাহের রীতি দেখা যায়।

ক্রস-কাজিন বিবাহ: পিতার বোনের সন্তান-সন্ততি (বা ফুফাত ভাইবোন) এবং মাতার ভাইয়ের সন্তান-সন্ততি (বা মামাত ভাইবোন) হলো ক্রস-কাজিন। অর্থৎ বিপরীত লিঙ্গের ভাইবোনের সন্তানেরাই ক্রস-কাজিন। ফুফাত বা মামাত ভাইবোনের মধ্যকার বিবাহকে বলা হয় ক্রস-কাজিন বিবাহ।

বিবাহের ধরন

উল্লেখ্য যে, উভয় প্রকার কাজিন বিবাহ আমাদের সমাজে বেশ পছন্দনীয়। এর ৪টি প্রধান কারণ রয়েছে। যেমন-

১. কাজিন বিবাহ রীতি জ্ঞাতি বন্ধনকে আরও সুদৃঢ় করে।

২. এ রীতিতে বিবাহ হলে সম্পত্তির উত্তরাধিকারটিতে জটিলতা দেখা যায় না। ফলে সম্পত্তি নিকট জ্ঞাতিগোষ্ঠীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে।

৩. বিয়ের পাত্রপাত্রী সবাই সবাইকে আগে থেকে জানতে পারে। ফলে বিবাহসংক্রান্ত আলোচনার সময় লাগে কম; জটিলতাও কম দেখা দেয়।

৪. কাজিন বিবাহে বৈবাহিক লেনদেন (marriage paymenty) বা যৌতুক বা কল্যাণ নিয়ে বেশি সমস্যায় পড়তে হয় না। কেননা কাজিন বিবাহে পাত্র-পাত্রী সবাই জ্ঞাতিগোষ্ঠীরই লোকজন। তাই এতে বিবাহের খরচাও কম থাকে।

বিবাহের ধরন

৬. অনুলোম ও প্রতিলোম বিবাহ (Hypergamy and Hyprogamy): বিবাহবন্ধনের মাধ্যমে সামাজিক পদমর্যাদার হ্রাসবৃদ্ধি পেতে পারে। এ দিক বিবেচনায় বিবাহকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। যথা-

অনুলোম বিবাহ (Hypergamy): যখন উচ্চ বংশজাত পাত্রের সাথে অপেক্ষাকৃত নিম্ন শ্রেণির কন্যার বিবাহ হয়, তখন এ ধরনের বিবাহকে অনুলোম বিবাহ বলা হয়।

প্রতিলোম বিবাহ (Hypogamy): যখন নিম্ন বংশজাত পাত্রের সাথে অপেক্ষাকৃত উচ্চজাত বংশের কন্যার বিবাহ হয়, তখন এ প্রকার বিবাহকে প্রতিলোম বিবাহ বলা হয়।

৭. অন্তর্বিবাহ ও বহির্বিবাহ (Endogamy and Exogamy): বাংলাদেশের মুসলিম সমাজে অন্তর্বিবাহ (endogamy) এবং বহির্গোত্র বিবাহ (exogamy) দুটোই লক্ষ করা যায়।

বিবাহের ধরন

অন্তর্বিবাহ: অন্তর্বিবাহ বাংলাদেশের সমাজে প্রায় জায়গায়ই লক্ষ করা যায়। অন্তর্বিবাহ এমন একটি রীতি যে ক্ষেত্রে পাত্র-পাত্রী নির্বাচনের ক্ষেত্রে কাউকে নিজ গোষ্ঠীতেই খুঁজতে হয়। মূলত এটি বহির্বিবাহ রীতির সম্পূর্ণ বিপরীত অবস্থা।

মূলত যেকোনো মুসলিম পাত্র-পাত্রীর মধ্যেই বিবাহ সম্ভব। দেশ, ভাষা, জাতি, গোত্র, বর্ণ কোনো কিছুই বাধা হয়ে দেখা দেয় না। তবে কার্যত একই ভাষা, একই দেশ, একই সমাজ ও আর্থসামাজিক মর্যাদার লোকদের মধ্যেই বিবাহ অগ্রাধিকার পায়।

বহির্বিবাহ: বিবাহের পাত্র-পাত্রী নির্বাচনের সময় যখন কোনো সমাজে এ রীতি দেখা যায় যে, কোনো ব্যক্তিকে তার নিজগোষ্ঠীর বাইরে থেকে পাত্রী নির্বাচন করতে হচ্ছে তখন সে প্রথার নাম বহির্বিবাহ। অর্থাৎ পাত্র যে গোষ্ঠীর সদস্য সে গোষ্ঠীতে নয়, তাকে পাত্রী খুঁজতে হবে বাইরের কোনো গোষ্ঠী থেকে।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

সমাজবিজ্ঞান ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০৭– বাংলাদেশে বিবাহ, পরিবার এবং জ্ঞাতিসম্পর্ক

টপিক – ০৩ বাংলাদেশের সমাজজীবনে বিবাহের গুরুত্ব

বাংলাদেশের সমাজজীবনে বিবাহের গুরুত্ব

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল	
	ক	খ
	গ	ঘ

বাংলাদেশের সমাজজীবনে বিবাহের গুরুত্ব

বিবাহ হলো একজন পুরুষ ও মহিলার সমাজ স্বীকৃত এমন যুগল বন্ধন যা এ নিশ্চয়তা দান করে যে, ওই মহিলা যেসব সন্তান প্রসব করবে সেসব সন্তান হবে ওই পিতামাতার বৈধ সন্তান। এ থেকেই বিবাহের গুরুত্ব সহজে অনুমান করা যায়। অনাচার আর অবৈধ যৌনাচারের কলুষতা থেকে সমাজকে রক্ষা করে সুন্দর স্বাভাবিক ও সামাজিক জীবন পরিচালনায় বিবাহের গুরুত্ব অত্যন্ত ব্যাপক। বিবাহ ব্যক্তির যৌন ক্ষুধাকে নিবৃত্ত করে। বিশ্বের প্রত্যেক সমাজে তাই বিবাহ একটি স্বীকৃত সামাজিক অনুষ্ঠান। বাংলাদেশের সামাজিক প্রেক্ষাপটে বিবাহের গুরুত্ব আরও ব্যাপক।

বাংলাদেশের সমাজজীবনে বিবাহের গুরুত্ব

সন্তানদের বৈধতা দান: বিবাহের অন্যতম একটি সামাজিক গুরুত্ব হলো এটি কোনো মানব শিশুকে সমাজ স্বীকৃত বা সামাজিক পিতা এবং মাতা (Socially recognized on social parents) দান করে। কোনো শিশুর সমাজ স্বীকৃত পিতা বা মাতা না থাকলে ওই শিশু পিতা বা মাতা কারও বংশেরই সদস্য হতে পারে না। কেননা বিবাহ ছাড়া এমন কোনো সন্তান জন্মগ্রহণ করলে সে সন্তান আমাদের সমাজে 'জারজ' বা অবৈধ সন্তান হিসেবে বিবেচিত হয়ে থাকে। অর্থাৎ সন্তানদের বৈধতাদানে বিবাহের সামাজিক গুরুত্ব অপরিসীম। নিচে সমাজজীবনে বিবাহের গুরুত্ব সম্পর্কে আলোচনা করা হলো-

পাপাচার থেকে রক্ষা বিবাহ সামাজিক পাপাচার থেকে ব্যক্তিকে রক্ষা করে। নারী-পুরুষ বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ না হলে অবৈধ যৌন সম্পর্ক গড়ে উঠবে। ফলে সমাজজীবন হয়ে উঠবে কলুষিত। মানুষ ও পশুর মধ্যে কোনো ব্যবধান থাকবে না। তাই বিবাহ সমাজ স্বীকৃতির মাধ্যমে অবৈধ যৌন আচরণ থেকে ব্যক্তিকে রক্ষা করে। তাদের যৌনজীবন নিয়ন্ত্রণে এনে সামাজিক শৃঙ্খলা আনয়নে সাহায্য করে।

বাংলাদেশের সমাজজীবনে বিবাহের গুরুত্ব

সামাজিক সম্পর্ক সৃষ্টি: বিবাহ নতুন সামাজিক সম্পর্ক সৃষ্টি করে যার পরিধি ব্যাপক ও বিস্তৃত হয়। সাধারণত বিবাহের মাধ্যমেই নতুন একটি পরিবারের সৃষ্টি হয়। এ পরিবার সামাজিক শৃঙ্খলাবোধ শিক্ষা দেয়। সামাজিকতা শিক্ষাদানের মাধ্যমে এ পরিবারটি তাদের সন্তান-সন্ততিদের সামাজিক জীবনকে করে তোলে সুশৃঙ্খল।

লোকাচারের কলঙ্ক থেকে রক্ষা: বাংলাদেশের গ্রামীণ সমাজে লোকাচারের উপস্থিতি খুবই শক্তিশালী। মূর্খ মানুষজন অন্যের দোষত্রুটি খুঁজে বের করতে সর্বদা সচেষ্ট থাকে। আর তা যদি হয় দুই জন অপরিচিত নারী-পুরুষ কেন্দ্রিক তাহলে তা পুরো সমাজেই একটি নেতিবাচক প্রভাব বিস্তার করে থাকে। সুতরাং বিবাহ প্রথা গ্রামীণ সমাজের ছেলেমেয়েদেরকে এরকম লোকাচারের কলঙ্ক থেকে রক্ষা করে থাকে।

বাংলাদেশের সমাজজীবনে বিবাহের গুরুত্ব

নিয়ন্ত্রিত যৌনাচার: আধুনিক প্রযুক্তির কারণে এদেশের যুবসমাজ অবৈধ যৌনাচারের দিকে ঝুঁকে পড়ছে দিন দিন। এ রকম দৈহিক কামনার বিকৃতি সমাজে নৈতিক অধঃপতনের সূচনা করে। অবদমিত যৌনকামনা অনেক সময় অসুস্থতা ও মানসিক বিকৃতি সৃষ্টি করে থাকে। মানুষের যৌন আবেগ যদি বিচারবুদ্ধি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত না হয় এবং সৌন্দর্যবোধ, নীতিবোধ ও ধর্মবোধের সঙ্গে সংযুক্ত না থাকে, তাহলে মানুষ পশুতে পরিণত হয়। সুতরাং মানুষের ব্যক্তিগত এবং সমাজের বৃহত্তর কল্যাণের জন্য বিবাহের প্রয়োজন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

সুখী পরিবার গঠন: বিবাহ সুখী পরিবার গঠনে সাহায্য করে। বিবাহের মাধ্যমে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সামাজিক মূল্যবোধ সৃষ্টি হয়। দুজন হয়ে উঠে দুজনার সহকর্মী। একজনের সামান্যতম বিপদে অন্যজন বিচলিত হয়ে উঠে। সন্তানের প্রতিও তাদের গভীর ভালোবাসা জন্মে। সুতরাং মানবসমাজে বিবাহের বন্ধন হলো অত্যন্ত পবিত্র বন্ধন। এ বন্ধন স্বামী স্ত্রীর কামনা বাসনাকে প্রেমপ্রীতি ও গভীর ভালোবাসায় পরিণত করে এবং একটি সুখী পরিবার গঠন করে। বিবাহিত জীবনে পাওয়া যায় পারস্পরিক সাহচর্য, সহানুভূতি ও ভালোবাসা। তাই একটি সুখী পরিবার গড়ে তুলতে বিবাহ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে।

বাংলাদেশের সমাজজীবনে বিবাহের গুরুত্ব

ধর্মীয় মূল্যবোধ: বিবাহের ধর্মীয় গুরুত্ব অপরিসীম। পৃথিবীতে বিভিন্ন ধর্ম বিদ্যমান। প্রতিটি ধর্মই বিবাহকে বৈধতা দান করেছে এবং অবৈধ যৌন সম্পর্কের ক্ষেত্রে কঠোর বিধিনিষেধ আরোপ করেছে। সুতরাং সমাজের মধ্যে ধর্মীয় মূল্যবোধ রক্ষা করতে হলে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে হবে।

স্থায়িত্ব ও সংহতি: সমাজের স্থায়িত্ব ও সংহতি রক্ষার ক্ষেত্রে বিবাহ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। সমাজের মধ্যে বিবাহ ব্যবস্থার মাধ্যমে নতুন নতুন সামাজিক সম্পর্কের সৃষ্টি হয়। এ সম্পর্কের মাধ্যমে মানবসমাজের ভিত্তি সুদৃঢ় হয়। ফলে সমাজের স্থায়িত্ব ও সংহতি রক্ষা হয়।

সুতরাং বলা যায়, পৃথিবীর প্রতিটি সমাজের মতো বাংলাদেশের সামাজিক জীবনেও বিবাহের গুরুত্ব অত্যন্ত ব্যাপক। বিবাহ পারিবারিক জীবনকে সুদৃঢ় করে এবং স্থায়িত্ব এনে দেয়। ব্যক্তিগত, সামাজিক, নৈতিক ও ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে বিবাহ অপরিহার্য, যা ব্যক্তিকে নিশ্চিত ও শান্তিপূর্ণ জীবনযাপনে সহায়তা করে।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

সমাজবিজ্ঞান ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০৭– বাংলাদেশে বিবাহ, পরিবার এবং জ্ঞাতিসম্পর্ক

টপিক – ০৪ বাংলাদেশে পরিবারের ধরন

বাংলাদেশে পরিবারের ধরন

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল
	ক খ
	গ ঘ

বাংলাদেশে পরিবারের ধরন

ইংরেজি 'Family' শব্দটির বাংলা প্রতিরূপ 'পরিবার'। ইংরেজি 'Family' কথাটি এসেছে রোমান শব্দ Famulas শব্দ থেকে। যার অর্থ ভৃত্য। 'Famila' শব্দটি ভৃত্যের সমষ্টি বোঝায় যারা একই সংসারের অন্তর্ভুক্ত। পরবর্তীতে 'Family' বলতে সংসারের সব ব্যক্তিকেই বোঝানো হয়। যারা সকলেই সংসারের কর্তার সম্পত্তিরূপে গণ্য হতো। কিন্তু আধুনিককালে পরিবারের এরূপ ধারণার পরিবর্তন ঘটেছে।

তাই বলা যায়, সামাজিক জীবনকে সুন্দর ও সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার তাগিদে গড়ে উঠেছে পরিবার। পরিবার সমাজ কাঠামোর মৌল অঙ্গ সংগঠন। এজন্য সমাজবিজ্ঞানী ও নৃবিজ্ঞানিগণ পরিবারের পঠন-পাঠন ও গবেষণার ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন।

সাধারণত পরিবার বলতে আমরা বুঝি এমন একটি সংগঠনকে যেখানে বিবাহ বন্ধনের মাধ্যমে একজন পুরুষ ও একজন স্ত্রী লোক যৌথভাবে বসবাস করে। আবার অনেকে বলেন যে, পরিবার যৌন সম্পর্ক দ্বারা গঠিত এমন একটি নির্দিষ্ট জুটি যা সন্তান প্রসবের এবং প্রতিপালনের পর্যাপ্ত সুযোগ প্রদান করে। সুতরাং স্বামী এবং স্ত্রীর বন্ধন দ্বারাই পরিবার সৃষ্টি হয়।

বাংলাদেশে পরিবারের ধরন

সমাজবিজ্ঞানী কিংসলে ডেভিস (Kingsley Davis) তার 'Human Society' গ্রন্থে বলেন, "পরিবার হচ্ছে এমন কতগুলো ব্যক্তির দ্বারা গঠিত গোষ্ঠী যারা পরস্পর রক্তের সম্পর্কে আবদ্ধ এবং সে সূত্রে তারা একে অন্যের আত্মীয়"।

সমাজবিজ্ঞানী এন্ডারসন ও পার্কার (Anderson & Parker) তাদের 'Society' গ্রন্থে বলেন, "পরিবার সামাজিকভাবে স্বীকৃত এমন একটি একক, যেখানে সদস্যরা রক্তের বন্ধন, বৈবাহিক ও আইনানুগ সম্পর্কের মাধ্যমে ভূমিকা পালন করে।"

এল. এইচ. মর্গান (L. H. Morgan)-এর মতে, "বিমিশ্রিত যৌনজীবন থেকে বিবর্তন প্রক্রিয়ার ফলে পরিবারের আবির্ভাব ঘটেছে এবং নানা বিবর্তনের মধ্য দিয়ে একক বিবাহকারী পরিবারের উদ্ভব ঘটেছে।

বাংলাদেশে পরিবারের ধরন

পরিবার হলো সমাজের সবচেয়ে ক্ষুদ্রতম মৌলিক সংগঠন, যাকে কেন্দ্র করে বৃহত্তর মানবসমাজ গড়ে উঠেছে। পরিবার হলো সকল সামাজিক প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সবচেয়ে স্থায়ী, সর্বব্যাপী এবং সর্বজনীন। আর এ পরিবার গঠনের অন্যতম পূর্বশর্ত হলো বিবাহ।

সমাজবিজ্ঞানী নিমকফ (M. F Nimkoff) তার 'Marriage and the Family' গ্রন্থে বলেন, "পরিবার হচ্ছে মোটামুটিভাবে স্থায়ী এমন একটি সংঘ যেখানে সন্তানাদিসহ বা সন্তানবিহীনভাবে স্বামী-স্ত্রী একত্রে বসবাস করে।"

ম্যাকাইভার ও পেজ (Maciver and Page) তাদের 'Society' গ্রন্থে পরিবারের সংজ্ঞায় বলেছেন, "পরিবার হলো এমন একটি গোষ্ঠী, যাদের মধ্যে সুনির্দিষ্ট যৌন সম্পর্ক রয়েছে এবং যে সম্পর্ক সন্তান উৎপাদন ও লালন-পালনের স্বার্থে যথেষ্ট সুস্পষ্ট এবং স্থায়ী।" (The family is a group defined by a sex-relationship sufficiently precise and enduring to provide for the procreation and upbriging of children.)

পরিশেষে বলা যায়, পরিবার হলো এমন একটি সামাজিক গোষ্ঠী যার সদস্যরা একত্রে বাস করে এবং একত্রে অর্থনৈতিক কাজকর্মে যোগ দেয়। সাধারণত এখানে বিপরীত লিঙ্গের দুই বা ততোধিক বয়স্ক ব্যক্তি স্বামী-স্ত্রী হিসেবে বসবাস করে যাদের দায়িত্ব হলো ওই সামাজিক গোষ্ঠীর সন্তান-সন্ততি অথবা দত্তক হিসেবে গৃহীত কোনো সন্তানকে লালন-পালন ও শিক্ষাদান।

বাংলাদেশে পরিবারের ধরন

পরিবারের ধরন (Types of family)

প্রথমেই বলে নেওয়া ভালো যে বাংলাদেশের পরিবারের নির্দিষ্ট এবং স্থায়ী কোনো কাঠামো নেই। কেননা ধর্ম, এলাকা (শহর ও গ্রাম), সমতলবাসী, পাহাড়বাসী এবং অর্থনৈতিক শ্রেণিমর্যাদা ভেঙে পরিবারের মধ্যে বিভিন্নতা লক্ষ করা যায়। সমতল ভূমি অঞ্চলের গ্রাম ও শহর এবং মুসলিম ও হিন্দু সমাজের দিকে লক্ষ রেখে যদি আমরা বাংলাদেশের পরিবারের কাঠামো সম্পর্কে আলোকপাত করি তাহলে পরিবারের বেশকিছু ধরন পরিলক্ষিত হয়। যেমন-

বাংলাদেশে পরিবারের ধরন

আকারের ভিত্তিতে পরিবার (Size based family)

আকারের ভিত্তিতে বাংলাদেশের পরিবার কাঠামোকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়। যথা- ১. যৌথ পরিবার (Joint Family), ২. অণু পরিবার (Nuclear Family) ও ৩. বর্ধিত পরিবার (Extended Family)।

১. যৌথ পরিবার (Joint Family): বাংলাদেশ গ্রামপ্রধান দেশ। আর এ গ্রামাঞ্চলের অধিকাংশ পরিবারগুলো ঐতিহ্যগতভাবে যৌথ পরিবার। রক্তের সম্পর্কের ভিত্তিতে কয়েকটি একক পরিবারের সমষ্টি হলো যৌথ পরিবার। অন্যভাবে বলা যায়, যখন নববিবাহিত দম্পতি পৃথক বাসগৃহের পরিবর্তে তারা একই পরিবারে বাবা-মা, ভাই-বোন, দাদা-দাদী, চাচা-চাচি এবং কাজিনদের সাথে বসবাস শুরু করে তখন সে পরিবারকেই যৌথ পরিবার ব্যবস্থা বলা হয়ে থাকে। যৌথ পরিবারের বন্ধন মূলত রক্তের সম্পর্কের মাধ্যমে গড়ে ওঠে। যৌথ পরিবার আমাদের গ্রামীণ সংস্কৃতির ঐতিহ্যমণ্ডিত পরিবার। তবে শহরাঞ্চলেও দুই-চারটি যৌথ পরিবার যে দেখা যায় না তা কিন্তু নয়। শহরেও যৌথ পরিবারের অস্তিত্ব বিদ্যমান। তবে একথা স্বীকার করতে হবে যে, বর্তমানে আর্থিক দুরবস্থা, পেশাগত পরিবর্তন, সম্পত্তি সিলিং নীতি, সমাজ ও ব্যক্তিত্বের সংঘাত ইত্যাদি কারণে যৌথ পরিবারে ভাঙন দেখা দিয়েছে। এর ফলে সৃষ্টি হয়েছে অসংখ্য একক পরিবারের। উল্লেখ্য, বাংলাদেশের গ্রামীণ মুসলিম পরিবারের তুলনায় হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে যৌথ পরিবারের উপস্থিতি বেশি লক্ষ করা যায়।

বাংলাদেশে পরিবারের ধরন

২. অণু পরিবার (Nuclear Family): বাংলাদেশের শহরাঞ্চলের পরিবারগুলো মূলত অণু পরিবার। যে পরিবার স্বামী-স্ত্রী এবং এক বা একাধিক সন্তানকে নিয়ে গঠিত হয় তাকে অণু পরিবার বা একক পরিবার বা Nuclear Family বলে। একক পরিবারের সদস্য সংখ্যা স্বামী-স্ত্রী এবং অপ্রাপ্তবয়স্ক সন্তানদের মধ্যে সীমিত থাকে। বর্তমান সমাজে এ ধরনের অণু পরিবার বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। বিশেষ করে নববিবাহিত দম্পতি তাদের দাম্পত্য জীবনে এ রকম অণু পরিবারই গড়ে তোলে। ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবাদী দর্শনের প্রভাবে বর্তমানে এ ধরনের পরিবার গড়ে উঠছে। যৌথ পরিবারকে ভেঙে গড়ে তুলছে আপন ভুবন। নববিবাহিত দম্পতি উভয়ের পরিবার ত্যাগ করে স্বতন্ত্রভাবে বসবাস করে বলে এ পরিবারকে দম্পতিকেন্দ্রিক পরিবারও বলা হয়ে থাকে।

৩. বর্ধিত পরিবার (Extended Family): যে পরিবারে তিন পুরুষ একসঙ্গে বসবাস করে তাই বর্ধিত পরিবার। যা অণু পরিবারের বর্ধিত রূপ হিসেবে চিহ্নিত। দাদা-বাবা-নাতি একসঙ্গে থাকা এর উদাহরণ। বর্ধিত পরিবারে পিতৃকূল ও মাতৃকুল উভয় দিকের সদস্য অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে। আমাদের দেশের গ্রামীণ সমাজে এ ধরনের পরিবার এখনও দেখা যায়।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

সমাজবিজ্ঞান ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০৭– বাংলাদেশে বিবাহ, পরিবার এবং জ্ঞাতিসম্পর্ক

টপিক – ০৫ বিবাহের সংখ্যাভিত্তিক পরিবার

বিবাহের সংখ্যাভিত্তিক পরিবার

This Topic is important for

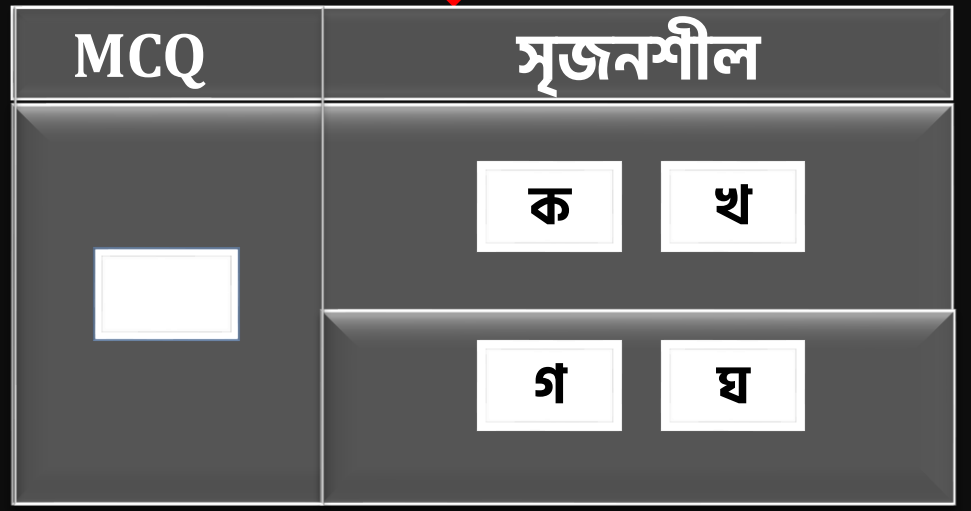

বিবাহের সংখ্যাভিত্তিক পরিবার

বিবাহ বা স্ত্রী গ্রহণের সংখ্যার ওপর ভিত্তি করে বাংলাদেশে দুই ধরনের পরিবার কাঠামো লক্ষ করা যায়। যথা- ১. এক বিবাহভিত্তিক পরিবার (Monogamous Family) ও ২. বহু স্ত্রী বিবাহভিত্তিক পরিবার, (Polygyrous Family) ।

১. এক বিবাহভিত্তিক পরিবার (Monogamous Family): বাংলাদেশে এক বিবাহভিত্তিক পরিবারই বেশি। একজন পুরুষ ও একজন স্ত্রী লোকের মধ্যে বিয়ের ভিত্তিতে যে পরিবার গড়ে ওঠে তার নাম এক বিবাহভিত্তিক পরিবার। আধুনিক সভ্য সমাজের সর্বত্র এ ধরনের পরিবারের উপস্থিতি লক্ষ করা যায়। এ ধরনের পরিবারে পারিবারিক শৃঙ্খলা ও শান্তি বজায় থাকে। বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে বর্তমানে এ ধরনের পরিবার লক্ষ করা যাচ্ছে তবে তা শহরের তুলনায় কম।

২. বহু বিবাহভিত্তিক পরিবার (Polygyrous Family): এক বিবাহভিত্তিক পরিবারের সম্পূর্ণ বিপরীত অবস্থা হলো বহু স্ত্রী বিবাহভিত্তিক পরিবার। অর্থাৎ যে পরিবারে একজন পুরুষের সাথে একাধিক মহিলার বিবাহের মাধ্যমে সম্পর্ক গড়ে ওঠে তাকে বহু বিবাহভিত্তিক পরিবার বলে।

বিবাহের সংখ্যাভিত্তিক পরিবার

যেসব কারণে গ্রাম সমাজের কিছু ধনী লোক একাধিক স্ত্রী গ্রহণ করে তা হলো-

ধনী কৃষি পরিবারে ফসলাদি প্রক্রিয়াজাতকরণ, রান্না-বান্না, সন্তান লালন-পালন এবং সংসারের

অন্যান্য কাজকর্মে একাধিক বয়স্ক মহিলা কর্মীর প্রয়োজন দেখা দেওয়া।

কারও কারও দৃষ্টিতে একাধিক স্ত্রী গ্রহণ সম্মান, মর্যাদা ও ক্ষমতার প্রতীক বলে বিবেচিত হওয়া।

প্রথম স্ত্রী বন্ধ্যা হওয়ায় সন্তান জন্মদানে ব্যর্থতা।

পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ না করা।

বিবাহের সংখ্যাভিত্তিক পরিবার

যেসব কারণে গ্রাম সমাজের কিছু ধনী লোক একাধিক স্ত্রী গ্রহণ করে তা হলো-

ধনী কৃষি পরিবারে ফসলাদি প্রক্রিয়াজাতকরণ, রান্না-বান্না, সন্তান লালন-পালন এবং সংসারের

অন্যান্য কাজকর্মে একাধিক বয়স্ক মহিলা কর্মীর প্রয়োজন দেখা দেওয়া।

কারও কারও দৃষ্টিতে একাধিক স্ত্রী গ্রহণ সম্মান, মর্যাদা ও ক্ষমতার প্রতীক বলে বিবেচিত হওয়া।

প্রথম স্ত্রী বন্ধ্যা হওয়ায় সন্তান জন্মদানে ব্যর্থতা।

পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ না করা।

প্রথম স্ত্রী দুরারোগ্য কোনো ব্যাধিতে শয্যাশায়ী হয়ে থাকা।

আর্থ-রাজনৈতিক সুবিধা অর্জন। যেমন- সম্পত্তির লোভে কোনো বিধবাকে দ্বিতীয় স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ। নেতৃত্ব প্রদান বা ক্ষমতার বলয় বৃদ্ধির জন্য একাধিক স্ত্রী গ্রহণও অজানা নয়।

বিবাহের সংখ্যাভিত্তিক পরিবার

বস্তুত উপরে উল্লিখিত ছয়টি কারণই একাধিক স্ত্রী গ্রহণের জন্য প্রধানত দায়ী। তবে ইদানীং একাধিক স্ত্রী গ্রহণ উল্লিখযোগ্য হারে হ্রাস পেয়েছে। যেসব কারণে একাধিক স্ত্রী গ্রহণ হ্রাস পেয়েছে তা হলো-

শিক্ষা ও সচেতনতা বৃদ্ধি। পরিবারের আকার সীমিত রাখা।

বর্তমান আইন অনুযায়ী প্রথম স্ত্রীর স্বতঃস্ফূর্ত সমর্থন না থাকলে দ্বিতীয় স্ত্রী গ্রহণ করা যায় না।

সামাজিকভাবেও একাধিক স্ত্রী গ্রহণ অনেকের দৃষ্টিতেই কাম্য নয়।

একাধিক স্ত্রী গ্রহণ করেছে এমন পরিবারের ব্যয়ভার বৃদ্ধি।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

সমাজবিজ্ঞান ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০৭– বাংলাদেশে বিবাহ, পরিবার এবং জ্ঞাতিসম্পর্ক

টপিক – ০৬ ক্ষমতাভিত্তিক পরিবার

ক্ষমতাভিত্তিক পরিবার

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল
	ক খ
	গ ঘ

ক্ষমতাভিত্তিক পরিবার

ক্ষমতার তথা কর্তৃত্বের ওপর ভিত্তি করে বাংলাদেশের সমাজে দুই ধরনের পরিবার লক্ষ করা যায়। যথা- ১. পিতৃপ্রধান পরিবার (Patriarchal Family) ও ২. মাতৃপ্রধান পরিবার (Matrianchal Family) ।

১. পিতৃপ্রধান পরিবার (Patriarchal Family): পরিবারের সমগ্র বা ব্যবস্থা জানা এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে নেতৃত্ব দেওয়ার প্রশ্ন রয়েছে ওই ক্ষমতা তথা নেতৃত্ব যখন পিতা, স্বামী, বয়স্ক পুরুষের ওপর ন্যস্ত থাকে তখন তাকে বলা হয় পিতৃপ্রধান পরিবার। অর্থাৎ যে পরিবারের প্রধান কর্তা ব্যক্তি হলো কোনো পুরুষ তাকে পিতৃপ্রধান পরিবার বলে।

বাংলাদেশের পরিবার মূলত পিতৃপ্রধান। তবে শহরের কিছু উচ্চশিক্ষিত ও উদার দৃষ্টিসম্পন্ন পরিবারে সমতার নীতি লক্ষ করা যায়। এক্ষেত্রে স্বামী স্ত্রীর মতামতের প্রতি গুরুত্ব দেন। বাংলাদেশে Women for Women নারী মুক্তি আন্দোলনের যে কর্মসূচি নিয়েছে তাতে পিতৃপ্রধান পরিবারে স্ত্রীর মর্যাদা বৃদ্ধিতে সহায়ক হবে বলে মনে হয়। অবশ্য এটাও ঠিক যে, পিতৃপ্রধান পরিবারে নারীর মর্যাদা স্বীকার করা হয় না এটি পুরাপরি ঠিক নয়। তবে পরিবার পরিচালনার ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা আজও পুরুষের ওপরই ন্যস্ত। তবে এটি সবক্ষেত্রেই প্রমাণ করে না যে, পিতৃপ্রধান পরিবারে স্ত্রীর মর্যাদা কম। কেননা ক্ষমতা ও মর্যাদায় বেশ কিছুটা ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়। সব ক্ষমতাবানই মর্যাদাধিকারী তবে সব মর্যাদাধিকারীই যে ক্ষমতাবান হবেন এমন নয়।

ক্ষমতাভিত্তিক পরিবার

পিতৃপ্রধান পরিবারের অর্থ পরিবারের ক্ষমতা বয়স্ক পুরুষ সদস্য যেমন স্বামীর হাতে থাকা। আর পরিবারের ক্ষমতা বলতে পরিবার পরিচালনায় সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতাকে বোঝায়। পরিবার পরিচালনায় গুরুত্বপূর্ণ যেসব ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হয় তা হলো-

পরিবারের আয়-ব্যয়ের নীতি ও কর্মপন্থা গ্রহণ। হিসাব এবং তহবিল সংরক্ষণ।

সন্তানাদি কোন শিক্ষালয়ে কী পড়বে বা পরবর্তীতে কোন পেশার উপযোগী করে গড়ে তুলতে হবে সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ।

সন্তানাদির বিবাহ-সাদীর ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত গ্রহণ।

অতিথি-মেহমানদের আপ্যায়ন এবং কোথায় কোন ধরনের এবং কোন পক্ষের আত্মীয়স্বজনদের কোন অনুষ্ঠানে কী ধরনের উপহার সামগ্রী প্রদান করতে হবে সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ।

ঘরবাড়ি নির্মাণ, জমিজমা বা অন্য কোনো মূল্যবান সম্পত্তি ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত গ্রহণ।

ক্ষমতাভিত্তিক পরিবার

২. মাতৃভ্রধান পরিবার (Matrianchal Family): এ পরিবারে মাতাই পরিবারের প্রধান এবং সম্পত্তির অধিকারী। মেয়েরাই সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হয়। মাতা ক্ষমতার অধিকারী হলেও পুরুষ সহযোগিতা করে। অর্থাৎ পরিবারের ক্ষমতা ও নেতৃত্ব যদি মাতা, স্ত্রী বা বয়স্ক মেয়েদের ওপর ন্যস্ত থাকে তাহলে সে পরিবারকে মাতৃপ্রধান পরিবার বলে। এজন্য মাতৃপ্রধান পরিবারকে Mother-right বা মাতৃ-অধিকার পরিবার বলে। কখনো এটিকে Matriarchy বা মাতৃতন্ত্র বলেও আখ্যা দেওয়া হয়। এ অবস্থায় নেতৃত্ব ও সম্পত্তি মালিকানা মেয়েদের হাতে ন্যস্ত এবং উত্তরাধিকার সূত্রে মাতার নেতৃত্ব ও সম্পত্তি মেয়েতে বর্তায়। বাংলাদেশের ময়মনসিংহ জেলার গারো সমাজে মহিলাদের ক্ষমতা পুরুষের তুলনায় বেশি না হলেও কম নয়। বস্তুত গারোদের পরিবার কাঠামো হলো মাতৃপ্রধান।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

সমাজবিজ্ঞান ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০৭– বাংলাদেশে বিবাহ, পরিবার এবং জ্ঞাতিসম্পর্ক

টপিক – ০৭ বিবাহোত্তর বসবাসের রীতিভিত্তিক পরিবার

বিবাহোত্তর বসবাসের রীতিভিত্তিক পরিবার

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল
	ক খ
	গ ঘ

বিবাহোত্তর বসবাসের রীতিভিত্তিক পরিবার

বাংলাদেশের সমাজে বিবাহোত্তর বসবাসের ভিত্তিতে তিন ধরনের পরিবারের অস্তিত্ব লক্ষ করা যায়। যথা- ১. পিতৃবাস পরিবার (Patrilocal Family), ২. মাতৃবাস পরিবার (Matrilocal Family) ও ৩. নয়াবাস পরিবার (Neologal Family)।

১. পিতৃবাস পরিবার (Patrilocal Family): বাংলাদেশের পরিবার মূলত পিতৃবাস নীতি অনুসরণ করে থাকে। পিতৃবাস নীতি অনুসারে বিবাহিত নবদম্পতি স্বামীর বাবার পরিবারে বসবাস করে এ ধরনের পরিবার গড়ে তোলে। বলার অপেক্ষা রাখে না যে, ঐতিহ্যগতভাবে আমাদের সমাজে বিয়ের পর নবদম্পতি স্বামীর পিতৃগৃহেই বসবাস শুরু করে। এটিই রীতি যাকে বলে পিতৃবাস পরিবার।

বিবাহোত্তর বসবাসের রীতিভিত্তিক পরিবার

২. মাতৃবাস পরিবার (Matrilocal Family): আমাদের সমাজে বর্তমানে মাতৃবাস পরিবারের উপস্থিতি বেশ উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। মাতৃবাস পরিবারের ক্ষেত্রে বিবাহিত নবদম্পতি প্রথানুযায়ী স্ত্রীর পিতৃগৃহে বসবাস শুরু করে। আমাদের সমাজে পিতৃবাস পরিবারই বেশি। তবে বিশেষ ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রম তথা মাতৃবাস পরিবারের উপস্থিতি লক্ষ করা যায়। সাধারণত কোনো পরিবারের পুরুষ সন্তান না থাকলে পরিবার প্রধান তার কোনো এক কন্যার স্বামীকে নিজগৃহে বসবাস করার আমন্ত্রণ জানায়। এটিকে প্রথা হিসেবে দেখা গেলেও অনেকেই সাধারণ প্রথার বরখেলাপ মনে করে। প্রথাটিকে তাই অনেকে ব্যঙ্গ করে 'ঘরজামাই' শব্দটি কদার্থে বা গালি অর্থে ব্যবহার করে। আমাদের দেশের গারো সমাজে মাতৃবাস পরিবার দেখা যায়। এছাড়াও বাঙালি মুসলমান সমাজেও এরকম পরিবারের যথেষ্ট উপস্থিতি লক্ষ করা যায়।

যা হোক বিয়ের পর নিজের কন্যা ও জামাইকে নিজগৃহে (মাতৃবাসে) বসবাস করতে দেওয়ার জন্য নিচে বর্ণিত কারণগুলোকে দায়ী করা হয়-

পরিবারে ওই ব্যক্তির যদি পুত্র সন্তান না থাকে।

কেবলমাত্র একটি কন্যা সন্তান থাকলে।

আর্থিক সচ্ছলতা থাকলে।

বিবাহোত্তর বসবাসের রীতিভিত্তিক পরিবার

৩. নয়াবাস পরিবার (Neolocal Family): নব বিবাহিত দম্পতি বিবাহের পর যখন স্বামীর পিতার গৃহে কিংবা স্ত্রীর পিতার গৃহে গমন না করে নিজেরা স্বতন্ত্রভাবে পরিবার গড়ে তোলে তখন তাকে নয়াবাস পরিবার হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। বর্তমান পাশ্চাত্য সমাজে এ ধরনের পরিবার প্রথা বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। আমাদের সমাজেও নয়াবাস পরিবারের উপস্থিতি দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। শিল্পায়ন ও নগরায়ণের ফলে অনেকেই শহর বা শিল্প এলাকায় বিবাহোত্তর নয়াবাস জীবন কাটায়।

বিবাহোত্তর বসবাসের রীতিভিত্তিক পরিবার

নয়াবাস রীতিতে বিবাহিত দম্পতি তাদের কারোরই বাবা-মার সঙ্গে কাটাতে হয় না। নতুন কোনো জায়গায় বসবাস করতে হয়। নয়াবাস রীতি যেসব কারণে বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং জনপ্রিয়তা অর্জন করছে তা হলো-

শিল্পায়ন, নগরায়ণ ইত্যাদির ফলে নতুন কর্মক্ষেত্র তৈরি হওয়া।

ব্যবসায় বাণিজ্য এবং স্থানান্তর গমন বৃদ্ধি পাওয়া।

একই বাড়িতে জায়গা এবং ঘরবাড়ির সংকুলান না হওয়া।

ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী চিন্তাভাবনার উন্মেষ।

স্বাধীনভাবে বসবাস করার মনোবৃত্তি।

নয়াবাস রীতির ক্ষেত্রে যে সমস্যাটি দেখা দেয় তা হলো-

যে পরিবারে আমরা জন্ম ও লালিত-পালিত হই সেই বৃহৎ পরিবারের বাবা-মা ও অন্যান্য জ্ঞাতিদের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সম্পর্ক ও নিয়মিত যোগাযোগ রাখা স্বাভাবিকভাবেই অনেকের পক্ষে বেশ খানিকটা কঠিন হয়ে পড়ে। কীভাবে পিতৃবাস ও নয়াবাস রীতির মধ্যে সমন্বয় সাধন করা যায়, কীভাবে পারিবারিক সম্প্রীতি রক্ষিত হতে পারে সে সম্পর্কে গবেষণা হওয়া প্রয়োজন।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

সমাজবিজ্ঞান ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০৭– বাংলাদেশে বিবাহ, পরিবার এবং জ্ঞাতিসম্পর্ক

টপিক – ০৮ বংশমর্যাদা ও সম্পত্তির উত্তরাধিকারভিত্তিক পরিবার

বংশমর্যাদা ও সম্পত্তির উত্তরাধিকারভিত্তিক পরিবার

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল	
	ক	খ
	গ	ঘ

বংশমর্যাদা ও সম্পত্তির উত্তরাধিকারভিত্তিক পরিবার

বংশমর্যাদা ও সম্পত্তির উত্তরাধিকারের ভিত্তিতে বাংলাদেশে তিন ধরনের পরিবারের উপস্থিতি লক্ষ করা যায়। যথা-

১. পিতৃসূত্রীয় পরিবার (Patrilineal Family), ২. মাতৃসূত্রীয় পরিবার (Matrilineal Family)) ও ৩. দ্বিসূত্রীয় পরিবার(Bilateral Family)

১. পিতৃসূত্রীয় পরিবার (Patrilineal Family): বাংলাদেশে এ ধরনের পরিবারের উপস্থিতি বেশ লক্ষণীয়। পিতৃসূত্রীয় পরিবারের ক্ষেত্রে সন্তান-সন্ততি পিতার ধারার সম্পত্তি এবং বংশনাম বা মর্যাদা উত্তরাধিকার সূত্রে অর্জন করে। এ প্রথায় কোনো ব্যক্তি পিতা, দাদা, পিতার ভাইদেরকে তার মাতা, নানা ও মামার চেয়ে বেশি গুরুত্ব দেয়।

২. মাতৃসূত্রীয় পরিবার (Matrilineal Family): মাতৃসূত্রীয় পরিবারের ক্ষেত্রে সন্তান-সন্ততি মাতৃধারায় সম্পত্তি এবং বংশনাম ও মর্যাদা উত্তরাধিকার সূত্রে অর্জন করে এবং মা, মামা ও নানাকে পিতা, চাচা ও দাদার চেয়ে বেশি গুরুত্ব দেয়। আর এ নীতি অনুসরণ করে যে পরিবার গড়ে ওঠে তাকে মাতৃসূত্রীয় পরিবার হিসেবে অভিহিত করা হয়। বাংলাদেশের গারো উপজাতিদের মধ্যে এ ধরনের পরিবার প্রথা লক্ষ করা যায়।

বংশমর্যাদা ও সম্পত্তির উত্তরাধিকারভিত্তিক পরিবার

৩. দ্বিসূত্রীয় পরিবার (Bilateral Family): বাংলাদেশের পরিবার কাঠামোতে দ্বিসূত্রীয় পরিবারের উপস্থিতি বেশ লক্ষণীয়। এ ধরনের পরিবারে পিতা এবং মাতা উভয় সূত্রে সন্তান সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হয়ে থাকে। অর্থাৎ যে নীতি অনুসারে সন্তান-সন্ততি পিতা ও মাতা উভয় দিকের সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হয়ে ওঠে সে ধরনের জাতিভিত্তিক পরিবারকে দ্বিসূত্রীয় পরিবার বলে।।

বাংলাদেশের পরিবার মূলত আমেরিকান সমাজের ন্যায়ই দ্বিসূত্রীয় নীতি অনুসরণ করে। পিতৃ এবং মাতৃ উভয়কুলের আত্মীয়দের প্রায় সমান গুরুত্ব দেন। তবে নানা-নানির চেয়ে দাদা-দাদি, মামা-খালার চেয়ে চাচা-ফুফুর গুরুত্ব বেশি দেবার প্রবণতা লক্ষণীয়। অবশ্য পরিবার থেকে পরিবারে ভিন্ন রীতি থাকতে পারে। যেমন- বাবা-চাচা-দাদা যদি মামা-নানার চেয়ে দরিদ্র এবং অল্প শিক্ষিত হন তাহলে মামা-নানাকুলের প্রতিই বেশি সম্পর্কযুক্ত হওয়ার প্রবণতা দেখা দেয়।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

সমাজবিজ্ঞান ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০৭– বাংলাদেশে বিবাহ, পরিবার এবং জ্ঞাতিসম্পর্ক

টপিক – ০৯ বাংলাদেশের সমাজজীবনে পরিবারের গুরুত্ব

বাংলাদেশের সমাজজীবনে পরিবারের গুরুত্ব

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল	
	ক	খ
	গ	ঘ

বাংলাদেশের সমাজজীবনে পরিবারের গুরুত্ব

বিশ্বের বিভিন্ন দেশের মতো বাংলাদেশের সমাজেও পরিবারের গুরুত্ব অনেক। পরিবারের গুরুত্ব অনুধাবন করতে হলে পরিবার আমাদের জন্য কী কী কাজ সম্পাদন করে তা উল্লেখ করতে হয়। কেননা পরিবার তার ভূমিকা ও কাজের মধ্য দিয়েই তার গুরুত্ব ফুটিয়ে তোলে। পরিবারের কাজ অসংখ্য। তাই বাংলাদেশের সমাজে পরিবারের গুরুত্ব অনুধাবনে পরিবারের নিম্নলিখিত ভূমিকা ও কাজগুলো উল্লেখপূর্বক কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হলো-

জৈবিক গুরুত্ব: পরিবারের একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ হলো সন্তান জন্মদান এবং তাদের লালন-পালন। এটি পরিবারের জৈবিক কাজের অন্তর্ভুক্ত। সন্তান লালন-পালন আবেগ-অনুভূতি, অকৃত্রিম ভালোবাসা, তথা স্নেহ-মায়া-মমতা অপরিহার্য। মানুষ তার সহজাত প্রবৃত্তি দ্বারা চালিত হয়ে বাবা-মা হিসেবে সন্তান লালন-পালনে উপরিউক্ত আবেগ-ভালোবাসার স্বাক্ষর রাখে। আর্থিক বা শিক্ষাগত মর্যাদাগত পার্থক্যে কিছুই যায় আসে না। ধনী-দরিদ্র, কম বা বেশি শিক্ষিত সকল বাবা-মা তাদের সন্তানের জন্য অকৃত্রিম ভালোবাসা উজাড় করে লালন-পালনে এগিয়ে আসে। তবে ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও বাংলাদেশের সবশ্রেণির মানুষের পক্ষে সন্তানের জন্য সমান সুযোগ-সুবিধা প্রদান করতে পারে না। আর্থিক সীমাবদ্ধতাই এর প্রধান কারণ। তবে আর্থিক সীমাবদ্ধতা কখনই স্নেহ-মায়া-মমতাকে খর্ব করতে পারে না। অর্থাৎ যত দরিদ্রই হোক- সন্তানের জন্য স্নেহ-ভালোবাসার কোনো অভাব নেই কোনো বাবা-মার। সন্তানের জন্য তাইতো তারা সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকার করতে প্রস্তুত থাকে।

বাংলাদেশের সমাজজীবনে পরিবারের গুরুত্ব

মনস্তাত্ত্বিক গুরুত্ব: সন্তান-সন্ততির আবেগীয় চাহিদা মেটানো পরিবারের মনস্তাত্ত্বিক কাজের মধ্যে পড়ে। বিশেষ করে শিশুকালে, বাল্যকালে ও কৈশোরে (এমন কি যৌবনেও) সন্তান-সন্ততি বাবা-মার আদর-স্নেহের কাঙাল। সন্তানের মান-অভিমান, চাওয়া-পাওয়ার কেন্দ্রস্থল হলো বাবা-মা। পরিবারের বাবা-মা তাদের সন্তানদের এসব আবেগীয় চাহিদা পূরণে সচেষ্ট থাকে।

নিরাপত্তাজনিত গুরুত্ব: সন্তানের স্বাস্থ্যরক্ষা এবং সন্তান-সন্ততি কোনোরকম দুর্ঘটনার (শিশুকালে হাঁটতে গিয়ে পড়ে গিয়ে আঘাত পাওয়া, অজানাবশত আগুন বা বিদ্যুতের তারে হাত দেওয়া ইত্যাদি) শিকার না হয় সেদিকে লক্ষ রাখা পরিবারের নিরাপত্তামূলক কাজের মধ্যে পড়ে। এজন্যই সকল বাবা-মা-ই শিশু সন্তানদের ব্যাপারে সর্বদা দুশ্চিন্তাগ্রস্ত থাকেন এবং সন্তানের নিরাপত্তা বিধান এবং স্বাস্থ্য পরিচর্যায় যত্নবান হন।

বাংলাদেশের সমাজজীবনে পরিবারের গুরুত্ব

প্রতিপালন ও ভরণপোষণের গুরুত্ব পরিবারের সকল সদস্যের ভরণপোষণ তথা তাদের আর্থিক চাহিদা মেটানো পরিবারের অর্থনৈতিক কাজের অন্তর্ভুক্ত। সকল বাবা-মা তাদের সাধ্য অনুযায়ী এ কাজে সতত তৎপর থাকেন। পরিবারের বয়স্ক অন্যান্য পুরুষ ও মহিলা সদস্যরা পরিবারপ্রধানকে এ জাতীয় কাজে সাহায্য-সহযোগিতা করে থাকে। পরিবারকে বলা হয় উৎপাদন ও ভোগের প্রাথমিক একক। অর্থাৎ মানুষ কাজ করে যা আয় করে এবং ব্যয় করে তা পরিবারভিত্তিক।

সামাজিকীকরণে গুরুত্ব: পরিবার পরিমণ্ডলে লালিত-পালিত হতে গিয়ে শিশুরা পরিবার ও সমাজের মূল্যবোধ, রীতিনীতি, আদর্শ ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে জানে এবং শিখে। বস্তুত পরিবারের অন্যতম কাজই হলো সন্তান-সন্ততিকে এসব মূল্যবোধ ও রীতিনীতি শিক্ষা দেওয়া এবং এভাবে সন্তানদের সমাজ কর্তৃক কাঙ্ক্ষিত সদস্য হিসেবে গড়ে তোলা হয়। পরিবারের এ ভূমিকা ও কাজের নামই হলো সামাজিকীকরণ কাজ।

বাংলাদেশের সমাজজীবনে পরিবারের গুরুত্ব

সামাজিকীকরণে গুরুত্ব: পরিবার পরিমণ্ডলে লালিত-পালিত হতে গিয়ে শিশুরা পরিবার ও সমাজের মূল্যবোধ, রীতিনীতি, আদর্শ ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে জানে এবং শিখে। বস্তুত পরিবারের অন্যতম কাজই হলো সন্তান-সন্ততিকে এসব মূল্যবোধ ও রীতিনীতি শিক্ষা দেওয়া এবং এভাবে সন্তানদের সমাজ কর্তৃক কাঙ্ক্ষিত সদস্য হিসেবে গড়ে তোলা হয়। পরিবারের এ ভূমিকা ও কাজের নামই হলো সামাজিকীকরণ কাজ।

রাজনৈতিক গুরুত্ব: পারিবারিক ও সামাজিক নিয়মকানুন মেনে চলা এবং বাবা-মাসহ অন্যান্য মুরব্বিজনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকা তথা বাবা-মার অনুগত থাকার শিক্ষাও পরিবার থেকে অর্জন করতে হয়। পরিবারের কাজ হলো শিশুদের ওইসব বিষয়ে শিক্ষাদান করা। এভাবে পরিবার শিশুদের নেতৃত্ব প্রদান এবং দায়িত্ব-কর্তব্যের শিক্ষা প্রদান করে। পরিবারের সদস্যদের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝি হলে সেটিও পরিবারপ্রধান ফয়সালা করে দেন। এভাবে পরিবার বিচারের ভূমিকায়ও অবতীর্ণ হয়। এগুলোই হলো পরিবারের রাজনৈতিক কাজ।

বাংলাদেশের সমাজজীবনে পরিবারের গুরুত্ব

শিক্ষামূলক গুরুত্ব: আমাদের পরিবারগুলো সন্তানদের ধর্মীয় শিক্ষা এবং জাগতিক অন্যান্য সাধারণ শিক্ষাও প্রদান করে থাকে। বস্তুত পরিবারই শিক্ষার্জনের প্রথম ও প্রাথমিক শিক্ষাঙ্গন। এখানেই শিক্ষণীয় অনেক বিষয়ে হাতেখড়ি দেওয়া হয়। তাই এসবকে পরিবারের শিক্ষামূলক কাজ বলে অভিহিত করা হয়। মূলত একজন শিশু পড়ালেখা শিখতে কিংবা তার প্রকৃতি কেমন হবে এবং এর প্রথম পাঠ পরিবার থেকেই নেয়। বাবা-মা বা পরিবার সচেতন না-হলে শিক্ষা সম্ভব নয়।

জ্ঞাতিসম্পর্কগত গুরুত্ব: পরিবারের আরেকটি কাজ হলো পরিবার সদস্যদের মধ্যে সম্প্রীতি ও সৌহার্দ বজায় রাখা। জ্ঞাতিগোষ্ঠীর সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করা। আপদে-বিপদে প্রতিবেশী ও জ্ঞাতিগোষ্ঠীর প্রতি যে আমাদের দায়িত্ব-কর্তব্য রয়েছে সেটাও পরিবার থেকেই আমাদের শিখতে হয়।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

সমাজবিজ্ঞান ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০৭– বাংলাদেশে বিবাহ, পরিবার এবং জ্ঞাতিসম্পর্ক

টপিক – ১০ বাংলাদেশে গ্রামীণ ও শহুরে পরিবারের প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য

বাংলাদেশে গ্রামীণ ও শহুরে পরিবারের প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল
	ক খ
	গ ঘ

বাংলাদেশে গ্রামীণ ও শহুরে পরিবারের প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য

পরিবার হলো সমাজের সবচেয়ে ক্ষুদ্রতম সামাজিক সংগঠন। সমাজবিজ্ঞানী নিমকফ (M. F. Nimkoff) তার 'Marriage and the Family' গ্রন্থে বলেন, "পরিবার হলো স্বামী-স্ত্রীর এমন একটি সংঘ যা মোটামুটি স্থায়ী এবং যেখানে সন্তান-সন্ততি থাকতেও পারে আবার নাও পারে।"

ধর্ম, এলাকা (শহর-গ্রাম), সমতলবাসী, পাহাড়বাসী, এথনিক গোষ্ঠী এবং অর্থনৈতিক শ্রেণিভেদে বাংলাদেশের পরিবারের গড়ন কাঠামো তথা তার বৈশিষ্ট্যের মধ্যে কমবেশি পার্থক্য রয়েছে। তাই বাংলাদেশের পরিবারের গড়ন কাঠামো সম্পর্কে একটি সাধারণ ধারণা প্রদান করার কাজটি সহজসাধ্য নয়। তবে আমরা যদি সমতলভূমি অঞ্চলের গ্রাম ও নগর সমাজের দিকে লক্ষ রেখে বাংলাদেশের পরিবারের গড়ন কাঠামো তথা এর ধরন প্রকৃতি সম্পর্কে আলোকপাত করি তাহলে বাংলাদেশের সমাজের পরিবার সম্পর্কে একটা মোটামুটি ধারণা অর্জন সম্ভব হবে।

বাংলাদেশে গ্রামীণ ও শহুরে পরিবারের প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য

আমাদের সমাজে পরিবার বলতে অনেক সময় House hold বা খানা পরিবারকেও নির্দেশ করে। অর্থাৎ যারা একই উনুনে বা একত্রে আহার করেন এবং যাদের আয়-ব্যয়ের সাধারণ একটি তহবিল থাকে- যারা একটি উৎপাদন এবং ভোগের এককে পরিণত হয় তাদেরকে নিয়েই গড়ে ওঠে বাংলাদেশের পরিবার তথা এর কাঠামো।

বাংলাদেশের গ্রামীণ ও শহরে জীবনে পরিবারের গুরুত্ব প্রায় একই। তবে এসব পরিবারের কার্যগত পার্থক্যের কারণে এদের বৈশিষ্ট্যের মধ্যেও ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়। বাংলাদেশের গ্রামীণ ও শহরে পরিবারের প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে নিচে আলোকপাত করা হলো-

বাংলাদেশে গ্রামীণ ও শহুরে পরিবারের প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য

গ্রামীণ সমাজে পরিবারের প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য (Nature and Characteristics of rural family)

বাংলাদেশের গ্রামীণ সমাজের পরিবারের প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো- কৃষিভিত্তিক পরিবার। গ্রামের অধিকাংশ মানুষ কৃষিকাজ করে জীবিকা নির্বাহ করে থাকে। এ সমাজে ব্যক্তি পরিবারকে কেন্দ্র করে তার যাবতীয় কর্ম তথা কৃষি উৎপাদন করে থাকে। এ সমাজে পরিবারের পারিবারিক বন্ধন খুবই দৃঢ় হয়ে থাকে। ব্যক্তি তার পরিবারের সদস্যদের জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করে বিনা স্বার্থে। গ্রামীণ সমাজের পরিবারগুলো মূলত যৌথ পরিবারভিত্তিক। অর্থাৎ এখানকার পরিবারগুলোতে বাবা-মা, ভাই-বোন, চাচা-চাচি সকলে এক সাথে এবং এক পরিবারে বসবাস করতে দেখা যায়। পরিবারই শিশুর যাবতীয় ভরণপোষণের দায়িত্ব পালন করে থাকে। শিশুর মাঝে নৈতিকতা শিক্ষাদান এবং সামাজিকীকরণে পরিবার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। গ্রামীণ সমাজে পরিবার একই সাথে একটি সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানও। এসব অঞ্চলে শহরের মতো প্রযুক্তির বিকাশ ঘটেনি। ফলে পরিবারকে কেন্দ্র করেই গড়ে ওঠে এখানকার মানুষের সাংস্কৃতিক জীবন। পরিবারের মাধ্যমেই ব্যক্তি তার সাংস্কৃতিক চাহিদা পূরণ করে থাকে। এ সমাজের পরিবারের প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো সবকয়টি পরিবার দৃঢ়ভাবে সামাজিক রীতিনীতি মেনে চলে।

বাংলাদেশে গ্রামীণ ও শহুরে পরিবারের প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য

পরিবার শিশুর প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা করে থাকে। নৈতিক শিক্ষার পাশাপাশি ধর্মীয় শিক্ষা এবং সাধারণ শিক্ষা শিশু পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের দেখে এবং তাদের সাহায্য নিয়ে শিক্ষা গ্রহণ করে থাকে। অর্থাৎ শিক্ষাক্ষেত্রে গ্রামীণ সমাজের পরিবারগুলো হলো প্রাথমিক বিদ্যালয় সদৃশ।

সর্বোপরি গ্রামীণ সমাজের পরিবারগুলোতে পারিবারিক বন্ধন খুবই সুদৃঢ় হয়। বড়দের শ্রদ্ধা ও মান্য করার মাধ্যমে ব্যক্তি যেমন উত্তম মানুষ হিসেবে গড়ে ওঠে, তেমনি পরিবারের সদস্যদের জন্য তার দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করার মাধ্যমে দায়িত্বশীল মানুষের মর্যাদা অর্জন করে থাকে। যা তাকে ভবিষ্যৎ সুনাগরিক হিসেবে গড়ে উঠতে সাহায্য করে। এছাড়া গ্রামীণ যৌথ পরিবার হলো বাংলাদেশের বহুদিনের ঐতিহ্যের অংশ। যদিও তা বর্তমানে ভেঙে আজ একক পরিবার বা অণু পরিবারে রূপ নিচ্ছে।

বাংলাদেশে গ্রামীণ ও শহুরে পরিবারের প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য

শহরে পরিবারের প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য (Nature and characteristics of urban family)

বাংলাদেশের গ্রামীণ পরিবার থেকে শহরের পরিবারের প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্যের মাঝে ভিন্নতা লক্ষ করা যায়। শহরে পরিবারগুলো সাধারণত একক পরিবার বা অণু পরিবার ভিত্তিক হয়ে থাকে। এ ধরনের পরিবারে সদস্যসংখ্যা সাধারণত স্বামী-স্ত্রী এবং তাদের অবিবাহিত সন্তান-সন্ততি। পরিবারের অধিকাংশ সদস্য তথা বড়রা নানা কাজে নিয়োজিত থেকে পরিবারের ব্যয় নির্বাহ করে থাকে। ফলে শহুরে পরিবারের বন্ধন গ্রামীণ সমাজের পারিবারিক বন্ধনের মতো এতো দৃঢ় হয় না।

শহরে সমাজের পরিবারে বিনোদনের জন্য রয়েছে আধুনিক সব যন্ত্র। টেলিভিশন, সিডি, ভিসিডি, ডিস এন্টেনা প্রভৃতি পরিবারের সদস্যদের বিনোদনের ব্যবস্থা করে। ফলে নৈতিকতা শিক্ষার যেটুকু সুযোগ সদস্যরা পায় তা এ মিডিয়া থেকেই। শহুরে পরিবারের শিশুদের পালনের জন্য কর্মজীবী মায়েদের ক্ষেত্রে গড়ে উঠেছে শিশু নিবাস কেন্দ্র। যেখানে শিশুদের রেখে মা কর্মক্ষেত্রে কাজ করতে যায়।

বাংলাদেশে গ্রামীণ ও শহুরে পরিবারের প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য

শহুরে পরিবারগুলোর মাঝে আন্তঃসম্পর্ক থাকে না। এখানে একটি পরিবারের সাহায্যার্থে অন্য পরিবারটি এগিয়ে আসে না। পারিবারিক বন্ধন সুদৃঢ় না হওয়ায় সন্তানদের মধ্যে নৈতিকতা ও সামাজিকীকরণে পরিবার ভূমিকা রাখতে পারে না। ফলে সন্তানেরা খারাপ ও অন্যায় কাজে নিয়োজিত হয়ে বিপথগামী হয়ে পড়ে। শিক্ষাক্ষেত্রে শহুরে পরিবারগুলো বেশ সচেতন। শহরে বিভিন্ন আধুনিক সুবিধা সংবলিত স্কুলে শহুরে পরিবারের অধিকাংশ সন্তানেরা শিক্ষাগ্রহণ করে থাকে।

সর্বোপরি শহুরে পরিবারগুলোর প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো একক পরিবার। যদিও এখানে যৌথ পরিবারের উপস্থিতি কিছুটা লক্ষণীয়। শহরায়ন ও শিল্পায়নের ফলে শহুরে পরিবারের সদস্যদের মধ্যে পারিবারিক বন্ধন কিছুটা শিথিল। তবে আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলতে এবং তাদের সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে পরিবারগুলো সন্তানদের জন্য বেশ অর্থ ব্যয় করে থাকে। তারা সন্তানদের সময় দিতে না পারলেও তাদের জন্য পরিবারের বিকল্প কোনো প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে তাদের নিদের নিম্ন সাক্ষরতার হার কাটিয়ে তোলার চেষ্টা করে। যদিও তা সব সময় ইতিবাচক ফল প্রদান করে না।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

সমাজবিজ্ঞান ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০৭– বাংলাদেশে বিবাহ, পরিবার এবং জ্ঞাতিসম্পর্ক

টপিক – ১০ বাংলাদেশের গ্রামীণ ও শহুরে পরিবারের পরিবর্তনের কারণ ও প্রভাব

বাংলাদেশের গ্রামীণ ও শহুরে পরিবারের পরিবর্তনের কারণ ও প্রভাব

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল
	ক খ
	গ ঘ

বাংলাদেশের গ্রামীণ ও শহুরে পরিবারের পরিবর্তনের কারণ ও প্রভাব

বর্তমান যুগ হলো গতিময়তার যুগ। শিল্পায়ন, নগরায়ণ যেমন সামাজিক অবস্থার উন্নতি সাধন করেছে, উন্নত জীবনের হাতছানি দিয়ে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের জন্ম দিয়েছে; তেমনি প্রযুক্তিগত উন্নয়ন মানুষের জীবনকে দিয়েছে নতুন মাত্রা। এর মাধ্যমে মানুষ মুহূর্তের মধ্যে তার জীবনকে পরিবর্তন করে নিচ্ছে। এর প্রভাব পড়েছে বাংলাদেশের পরিবারগুলোতে। ফলে তা শুধু শহুরে পরিবারগুলোতে পরিবর্তন সাধন করেনি তা গ্রামীণ পরিবারগুলোতেই নিয়ে এসেছে নানারূপ পরিবর্তন। উন্নত জীবনের আশায় যৌথ পরিবার কাঠামো ভেঙে পড়ছে। শিথিল হতে শুরু করেছে পারিবারিক বন্ধন। ফলে তা প্রভাবিত করেছে ব্যক্তির ব্যক্তিগত, সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনকেও। এ পর্যায়ে বাংলাদেশের গ্রামীণ ও শহুরে পরিবারের পরিবর্তনের কারণ ও প্রভাব সম্পর্কে আলোকপাত করা হলো-

বাংলাদেশের গ্রামীণ ও শহুরে পরিবারের পরিবর্তনের কারণ ও প্রভাব

পরিবারের পরিবর্তনের কারণ (Reasons for family change)

শহুরে ও গ্রামীণ পরিবারের পিছনে বহু কারণ জড়িত। এর মাঝে জেন্ডার, বয়স, আবাসন এবং তথ্যপ্রযুক্তিগত কারণে পরিবারের পরিবর্তন বেশি ত্বরান্বিত হয়। যেমন-

১. জেন্ডার: জেন্ডার তথা লিঙ্গের ভিত্তিতে পরিবারের পরিবর্তন সাধিত হয়। বর্তমান সমাজ হলো পুরুষশাসিত সমাজ। পুরুষেরাই সমাজের মতো পরিবারকে নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। কিন্তু বর্তমান সময়ে নারীরা সমঅধিকার সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠছে। ফলে পরিবারে এখন আর পুরুষের কর্তৃত্ব একক নয়। পরিবারের উপার্জনক্ষম নারীটিও পরিবারের সিদ্ধান্ত নির্বাচনে। গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। ফলে পরিবারের নেতৃত্বেও পরিবর্তন এসেছে।

২. বয়সের কারণে পারিবারিক পরিবর্তন পূর্বে বাংলাদেশের শহুরে কিংবা গ্রামে পরিবারের বয়স্ক মানুষটিই ছিল পরিবারের কর্তাব্যক্তি। বয়স্ক ব্যক্তিটি যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করত পরিবারের সকল সদস্য তা নির্দ্বিধায় গ্রহণ বা পালন করত। কিন্তু বর্তমানে এ রীতির পরিবর্তন ঘটেছে। যৌথ পরিবার ছেড়ে মানুষ আজ পৃথক একক পরিবার গড়ে তুলছে। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের বিকাশে বিকশিত ব্যক্তি তার পারিবারিক বন্ধন ছেড়ে গড়ে তুলছে একক পরিবার। পরিবারে বয়স্ক মানুষটির আর কোনো কর্তৃত্ব থাকে না। ফলে পরিবারের গঠন কাঠামোতেও আসে কাঙ্ক্ষিত পরিবর্তন।

৩. আবাসনের কারণে পারিবারিক পরিবর্তন: শিল্পায়ন ও শহরায়নের ফলে মানুষ উন্নত জীবনের আশায় শহরে ভিড় জমায়। ফলে পরিবার কাঠামোতেও পরিবর্তন সাধিত হয়। গ্রামের অর্ধশিক্ষিত বা অশিক্ষিত ব্যক্তিটি উন্নত জীবনের আশায় গ্রামের ঘিঞ্জি যৌথ পরিবার ছেড়ে শহরে একা বসবাস শুরু করে। কিন্তু শহরেও রয়েছে আবাসন সংকট। যে কারণে অনেক সংসারে ভাঙন দেখা দেয়। অনেকের ইচ্ছা থাকলেও পরিবার নিয়ে শহরে আসতে পারে না আবা, সংকটের জন্য। ফলে ব্যক্তিটিকে নিজে নিজে একটি পরিবার গড়ে তুলতে হয়। শহরের বস্তি এলাকায় এক ধরনের গোষ্ঠী পরিবারেরও সৃষ্টি হয়। আবাসনের কারণে শহরের পরিবারেও পরিবর্তন সাধিত হয়।

৪. তথ্য ও প্রযুক্তির প্রভাবে পারিবারিক পরিবর্তন: বাংলাদেশের গ্রামীণ ও শহুরে পরিবারের পরিবর্তনে যে উপাদানটি সবচেয়ে প্রভাব বিস্তার করছে তা হলো তথ্য ও প্রযুক্তি। তথ্যপ্রযুক্তি মানুষের মাঝে ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবাদের জন্ম দিয়েছে। তাছাড়া বৈদেশিক সংস্কৃতিকে জানতে গিয়ে মানুষ তার পরিবারকে ছেড়ে একাকী বসবাস করতে শুরু করেছে। ফলে মানুষের পারিবারিক বন্ধন শিথিল হতে শুরু করেছে। এছাড়া তথ্য প্রযুক্তি পরিবার কাঠামোকে করে তুলছে আধুনিক। পরিবারের মাধ্যমেই ব্যক্তি এখন তার চাহিদা পূরণ করতে সক্ষম হচ্ছে। তথ্যপ্রযুক্তি বিশ্বকে ব্যক্তির হাতের মুঠোয় এনে দিয়েছে। ফলে উন্নয়নের চিন্তাচেতনা থেকে ব্যক্তি পরিবারকে ছেড়ে গড়ে তুলছে নিজের ভুবন। এভাবে তথ্যপ্রযুক্তি পরিবারে পরিবর্তন সাধন করছে।

এছাড়াও বাংলাদেশের গ্রামীণ ও শহুরে জীবনের ঐতিহ্যবাহী যৌথ পরিবার ভেঙে একক পরিবারের সৃষ্টি করছে। আর এ যৌথ পরিবারের পরিবর্তনের পিছনেও রয়েছে নানামুখি কারণ। যেমন-

i. আর্থিক অনটন: আর্থিক অনটন তথা দারিদ্র্য যৌথ পরিবার ভেঙে যাবার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ একটি কারণ। পরিবারে জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে উত্তরাধিকার রীতি অনুযায়ী ভাগাভাগির ফলে জমি খণ্ডবিখণ্ডকরণ (Subdivision an fragmentation of land) অনিবার্য হয়ে পড়ে। এ অনিবার্য ফলশ্রুতিতে পরিবারের সদস্যরা ক্রমে পৃথক হয়ে যায় এবং তাতে যৌথ পরিবার ভেঙে যেতে থাকে।

ii. নগরায়ণ ও শিল্পায়নের প্রভাব নগরায়ণ ও শিল্পায়ন বাংলাদেশের গ্রামীণ সমাজের পরিবার কাঠামোর পরিবর্তনের অন্যতম কারণ হিসেবে বিবেচিত। কেননা এর ফলেই গ্রামীণ যৌথ পরিবারে ভাঙন দেখা দেয়। নগর-বন্দর গড়ে ওঠা এবং শিল্পকারখানার বিকাশের ফলে নতুন নতুন কর্মক্ষেত্র তৈরি হয়।

iii. শ্রমবিভাজন: আগের দিনে শ্রমবিভাজন এতটা ব্যাপক ছিল না। স্ত্রী ও পুরুষভেদে কিছুটা শ্রমবিভাজন ছিল। যৌথ পরিবারের বয়স্ক সদস্যরা সবাই মিলে পারিবারিক কুটির শিল্পের কাজ ও কৃষিকাজ করত। সময়ের পরিবর্তনে এবং উৎপাদন ব্যবস্থার চাহিদা মেটাতে এক একজন এক এক কাজে পারদর্শিতা অর্জন করে।

iv. ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী দৃষ্টিভঙ্গি আগের তুলনায় মানুষ ক্রমশ অতিশয় বৈষয়িক হয়ে পড়েছে। ব্যক্তি হিসেবে প্রত্যেকে স্বাধীন চিন্তাভাবনা করতে ভালোবাসে। সবাই নিজ নিজ মতামত ও ধ্যানধারণা অনুযায়ী চলতে চায়। যৌথ পরিবারে ব্যক্তির স্বাধীন স্বকীয় চিন্তা ও কর্ম বেশ খানিকটা সীমিত। তাই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী ধ্যানধারণা যৌথ পরিবারে ভাঙন ডেকে আনে। বলার অপেক্ষা রাখে না যে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী চিন্তার ফলে এক একজন ভিন্নধর্মী ব্যক্তিত্ব গড়ে তোলে। ফলে যৌথ পরিবারে ব্যক্তিত্বের সংঘাতও তৈরি হয় যা যৌথ পরিবার ব্যবস্থার পরিপন্থি।]

V. শিক্ষা ও সচেতনতা বৃদ্ধি: শিক্ষার প্রসার ঘটায় অনেকে গ্রাম ছেড়ে শহরে উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করে। শিক্ষিত ব্যক্তিরা আত্মসচেতন হয়ে ওঠে। পাশ্চাত্যের মূল্যবোধ ও দর্শন দ্বারা আমাদের সমাজের অনেকেই প্রভাবিত হন। কেননা আমাদের সমাজ ১৯০ বছর ধরে ব্রিটিশ উপনিবেশিক শাসনে ছিল এবং ব্রিটিশ শিক্ষাব্যবস্থা ও দর্শন দ্বারা এ সমাজ প্রভাবিত হয়েছিল। তাই আধুনিক পাশ্চাত্য শিক্ষার ফলেও অনেকে পাশ্চাত্য মনোভাবাপন্ন হয়ে পড়ে যা যৌথ পরিবার ব্যবস্থার প্রতিকূলে কাজ করে।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

সমাজবিজ্ঞান ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০৭– বাংলাদেশে বিবাহ, পরিবার এবং জ্ঞাতিসম্পর্ক

টপিক – ১২ বাংলাদেশে জ্ঞাতিসম্পর্কের ধরন

বাংলাদেশে জ্ঞাতিসম্পর্কের ধরন

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল
	ক খ
	গ ঘ

বাংলাদেশে জ্ঞাতিসম্পর্কের ধরন

জ্ঞাতিসম্পক (Kinship)

মানুষের জ্ঞাতিসম্পর্ক হলো সমাজকাঠামোর চাবিকাঠি। জ্ঞাতিসম্পর্কের ওপরই নির্ভর করছে মানুষের পারস্পরিক সামাজিক সম্পর্ক এবং মিথস্ক্রিয়া (Social relationship and interaction)। মানুষের সামাজিক ভূমিকা, দায়িত্ব ও কর্তব্যের প্রকৃতি নির্ধারণ করে জাতিসম্পর্ক।

ইংরেজি Kin শব্দের আভিধানিক বাংলা অর্থ গোষ্ঠী কুটম্ব, জ্ঞাতি, Kin বলতে পূর্বপুরুষের বংশকেও বোঝায়। বস্তুত Kin বলতে বোঝায় রক্ত সম্পর্কীয় জ্ঞাতি। কেননা নৃতাত্ত্বিক অর্থে বলা যায় যে, স্বামী-স্ত্রী যদি পূর্ব থেকে রক্ত সম্পর্কিত জ্ঞাতি না হয়ে ভিন্ন ভিন্ন পরিবার থেকে আগমন করে তবে তারা Kin বা জ্ঞাতি নয়। বরং তারা affines বা বৈবাহিক সূত্রে জ্ঞাতি। বৈবাহিকসূত্রে আবদ্ধ যে কোনো ব্যক্তিই affine ।

বাংলাদেশে জ্ঞাতিসম্পর্কের ধরন

ইংরেজি Kin অর্থ জ্ঞাতি আর Kinship অর্থ জ্ঞাতিসম্পর্ক বা আত্মীয়তার সম্পর্ক। যারা আমাদের সঙ্গে জন্ম, রক্ত বা বংশসূত্রে আবদ্ধ তাদের বলা হয় Consanguinal বা রক্ত সম্পর্কীয় জ্ঞাতি। পক্ষান্তরে, যারা বৈবাহিক সূত্রে সম্পর্কযুক্ত তারা affinal বা বৈবাহিক জ্ঞাতি। সহজকথায় আত্মীয়স্বজন, জাতি গোষ্ঠীর সদস্য এবং ঘনিষ্ঠ নিকটজনের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কই হলো জ্ঞাতিসম্পর্ক। জাতির সঙ্গে সম্পর্কই জ্ঞাতিসম্পর্ক।

রবিন ফকস Kinship-এর সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেন, Kinship is simply the relations between 'kin' i.e. persons related by real, putative on fictive consanguinity, অর্থাৎ, kinship বলতে কেবল আত্মীয়স্বজন বা জ্ঞাতিজনের মধ্যকার সম্পর্ককে বোঝায়। জ্ঞাতি বা ওই সমস্ত ব্যক্তি যারা প্রকৃতপক্ষে অনুমিতভাবে অথবা কাল্পনিকভাবে রক্ত বা জন্মসূত্রে পরস্পর সম্পর্কযুক্ত।

বাংলাদেশে জ্ঞাতিসম্পর্কের ধরন

জ্ঞাতিসম্পর্কের ধরন (Types of Kinship)

বাংলাদেশে চার ধরনের জ্ঞাতিসম্পর্কের উপস্থিতি লক্ষ করা যায়। যথা-

১. জৈবিক বন্ধন বা রক্তসম্পর্কীয় জ্ঞাতি (Biological ties or Blood Related kinship): বাংলাদেশের জ্ঞাতিসম্পর্কে অধিকাংশ রক্ত সম্পর্কে আবদ্ধ। নৃবিজ্ঞানী লুইস হেনরী মর্গানের মতে, জাতিসম্পর্ক দুই প্রকার। সাধারণত নারী-পুরুষের যৌন মিলনের ফলে সন্তানের জন্ম হয়, যা রক্তের সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করে। আর এরূপ রক্তের সম্পর্কের স্বীকৃতির জন্য মা, ছেলেমেয়ে, পিতা ইত্যাদি বিশেষ পরিভাষা ব্যবহার করা হয়। রক্তের সম্পর্কের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত সম্পর্ককে রক্তের সম্পর্কের জ্ঞাতি অর্থাৎ Blood Related Kinship বলা হয়।

বাংলাদেশে জ্ঞাতিসম্পর্কের ধরন

২. বৈবাহিক বন্ধন (Ties of marriage or affinity): বংশবৃদ্ধির প্রবণতা (Dire for reproducibly) থেকে বিশেষ ধরনের জ্ঞাতিসম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়। সামাজিকভাবে অনুমোদিত ও বৈধভাবে প্রতিষ্ঠিত বৈবাহিক সম্পর্কের মাধ্যমে এরূপ আত্মীয়তার সম্বন্ধ গড়ে ওঠে। বিবাহের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত সম্পর্ককে বলা হয় Affinal kinship এবং পরস্পরে সম্পর্কিত আত্মীয়দের বলা হয় Affinal kins বা বিবাহের মাধ্যমে আবদ্ধ আত্মীয়।

৩. কাল্পনিক বন্ধন (Fictional ties): রক্ত বা বৈবাহিক সূত্রে আবদ্ধ নয় এমন ব্যক্তিদের সাথে আমরা রক্ত বা বৈবাহিক সম্পর্কের জ্ঞাতিদের মতো আচরণ করি। এটিই কাল্পনিক বন্ধন। মূলত জ্ঞাতিপদ দ্বারা সম্বোধিত অনাত্মীয় ব্যক্তিদের সাথে যে সম্পর্ক তাই কাল্পনিক জ্ঞাতি। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়- ধর্মপুত্র, মিতা, দোস্ত, পালিত পুত্র, ধর্ম মা প্রভৃতি সম্পর্কই কাল্পনিক বন্ধনের নামান্তর।

৪. প্রথাগত বন্ধন (Customary ties): প্রথাগত বন্ধনকে পাতানো আত্মীয়ও বলা যেতে পারে। উপরিউক্ত তিনটি জ্ঞাতি ছাড়াও পাড়া-প্রতিবেশী, চেনা-পরিচিত সবার সাথে ভাই-বোন, চাচা-চাচি, ফুফু-খালা, দাদা-দাদি, নানা-নানি ইত্যাদি কোনো একটা সম্পর্কে ধরে নিয়ে সম্বোধন করে থাকে।

বাংলাদেশে জ্ঞাতিসম্পর্কের ধরন

নিচে বাংলাদেশে গড়ে ওঠা জ্ঞাতি বন্ধনগুলো একটি ছক চিত্রের মাধ্যমে উপস্থাপন করা হলো—

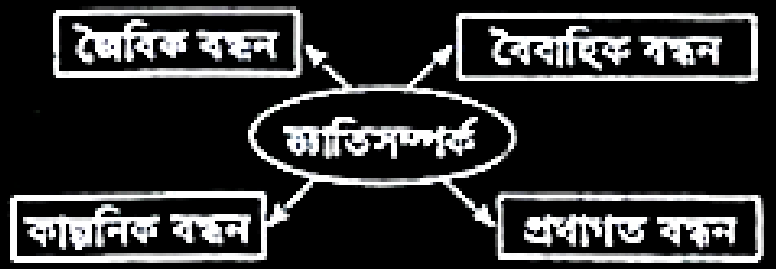

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

সমাজবিজ্ঞান ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০৭– বাংলাদেশে বিবাহ, পরিবার এবং জ্ঞাতিসম্পর্ক

টপিক – ১৩ বাংলাদেশের গ্রামীণ ও শহুরে সমাজে জ্ঞাতিসম্পর্কের প্রকৃতি

বাংলাদেশের গ্রামীণ ও শহুরে সমাজে জ্ঞাতিসম্পর্কের প্রকৃতি

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল
	ক খ
	গ ঘ

বাংলাদেশের গ্রামীণ ও শহুরে সমাজে জ্ঞাতিসম্পর্কের প্রকৃতি

আমাদের সমাজের মূলভিত্তি হচ্ছে পরিবার। গ্রামীণ সমাজে সাধারণত যে গোষ্ঠীগুলোকে জ্ঞাতি সদস্যদের অবস্থান, অধিভুক্তি এবং পারস্পরিক সম্পর্ক লক্ষ করা যায় তা হলো খানা (House hold), পরিবার (Family) এবং গোষ্ঠী (Lineage)। সাধারণত রক্ত এবং বৈবাহিক জ্ঞাতি অর্থাৎ স্বামী, স্ত্রী এবং তাদের ছেলে-মেয়েদের নিয়ে গোষ্ঠী গঠিত এবং এটি আবর্তিত হয় চুলাকে নিয়ে। স্থাবর সম্পত্তি ছাড়াও শুধু মাত্র ভরণ-পোষণ ব্যবস্থার ওপর ভিত্তি করে এ গোষ্ঠী গড়ে ওঠে। আবার বাংলাদেশের ৭৬ শতাংশ মানুষই গ্রামে বসবাস করে। সে হিসাবে মাত্র ২৪ শতাংশ মানুষ শহরের বাসিন্দা। বলা হয়ে থাকে, শহরে সবাই নাম-গোত্রহীন। তাই গ্রামীণ ও শহুরে উভয় সমাজে জ্ঞাতিসম্পর্কে তারতম্য পরিলক্ষিত হলেও তা খুব বেশি নয়। 1

বাংলাদেশের গ্রামীণ ও শহুরে সমাজে জ্ঞাতিসম্পর্কের প্রকৃতি

গ্রামীণ সমাজে জ্ঞাতিসম্পর্কের প্রকৃতি (Nature of Kinship in rural Society)

১. জ্ঞাতিসম্পর্কের মূলভিত্তি হলো বিবাহ ও পরিবার। আর প্রধানত এ দুটিকে কেন্দ্র করেই সমাজের সৃষ্টি হয়েছে। অন্যভাবে বলা যায়, সমাজকাঠামোর মূলভিত্তি হলো মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ক। আর এ সামাজিক সম্পর্কের মূলভিত্তি হচ্ছে জ্ঞাতিসম্পর্ক যা আমাদের দেশের গ্রামীণ সমাজে খুবই পরিচিত। অটুট জ্ঞাতিসম্পর্কের ওপর ভিত্তি করেই গ্রামীণ সমাজের মানুষের জীবন চালিত হচ্ছে।

২. জ্ঞাতিসম্পর্ক পরস্পরের মধ্যে সহমর্মিতা ও একাত্মবোধ সৃষ্টি করে সমসাময়িক চেতনার উন্মেষ ঘটায়। এটি গ্রামীণ জ্ঞাতিসম্পর্কের মূল প্রকৃতি বা বৈশিষ্ট্য। গ্রামের বিয়ে, মৃত্যু, বিপদে-আপদে জরুরি অবস্থায় এ জ্ঞাতিরাই সর্বপ্রথম এগিয়ে আসে। আর এ ধরনের সহযোগিতার ভিত্তিতেই সমাজের সঠিক কল্যাণ নিশ্চিত হয়।

৩. গ্রামীণ সমাজের জ্ঞাতিসম্পর্কের বন্ধন মানুষকে অন্যদের প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্য সচেতন করে তোলে।

৪. গ্রামীণ সমাজের জ্ঞাতিসম্পর্ক মানুষের মধ্যে সামাজিক ও ধর্মীয় মূল্যবোধ শিক্ষা দিয়ে থাকে।

৫. গ্রামীণ জ্ঞাতিগোষ্ঠীর প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো অটুট বন্ধন, রক্ত সম্পর্কীয়, বৈবাহিক সম্পর্কীয় বা প্রথাগত সম্পর্কীয় সকল জ্ঞাতিগোষ্ঠী একে অন্যের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কযুক্ত থাকে।

৬. গ্রামের উন্নয়নমূলক কাজে গ্রামীণ জাতিগোষ্ঠীর ভূমিকা অত্যন্ত ব্যাপক।

৭. সামাজিকীকরণে গ্রামীণ জ্ঞাতির আত্মীয়রা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। আদব-কায়দা শিক্ষাদান সামাজিক মূল্যবোধের বিকাশ সাধন করে শিশুকে একজন পরিপূর্ণ ও আদর্শ মানুষ হিসেবে গড়ে উঠতে জ্ঞাতিসম্পর্কের সকল আত্মীয় অতুলনীয় ভূমিকা পালন করে থাকে।

৮. সামাজিক শৃঙ্খলা রক্ষা গ্রামের জ্ঞাতিসম্পর্ক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। গ্রামীণ সমাজ নির্দিষ্ট প্রথা যেনে প্রচলিত হয়। তাছাড়া জ্ঞাতিসম্পর্ক মানুষের দায়িত্ব ও কর্তব্যবোধ জন্ম দিয়ে থাকে। যা সামাজিক শৃঙ্খলায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে।

বাংলাদেশের গ্রামীণ ও শহুরে সমাজে জ্ঞাতিসম্পর্কের প্রকৃতি

শহুরে সমাজে জ্ঞাতিসম্পর্কের প্রকৃতি (Nature of Kinship in Urban Society)

১. নগর জীবনে জ্ঞাতিসম্পর্কের গুরুত্ব তুলনামূলকভাবে কম। কেননা নগরে দেশের নানা স্থান থেকে অনেক অজানা লোকজন এসে বসবাস শুরু করেন। ফলে নগর জীবনে পাতানো আত্মীয় অথবা কর্মস্থলে গড়ে ওঠা বন্ধুত্বের সম্পর্কই তখন জ্ঞাতি প্রথার মতো কাজ করে।

২. বাংলাদেশের শহুরে জ্ঞাতিসম্পর্ক কখনো কখনো কোনো কোনো সংগঠনের উন্নতির ক্ষেত্রে বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে। জ্ঞাতির প্রতি কর্তব্য পালন করতে গিয়ে জাতীয় কোনো কর্তব্য থেকে পিছপা হয়ে যায় না। উন্নয়নকামী তৃতীয় বিশ্বের আমলাতন্ত্র জ্ঞাতিসম্পর্কের দ্বারা কখনো কখনো প্রভাবিত হয়।

৩. শহুরে জ্ঞাতিসম্পর্ক মূলত স্বার্থের ভিত্তিতে গড়ে ওঠে। ব্যক্তি তার নিজস্ব স্বার্থের কারণে অথবা নিজের নিরাপত্তার কথা বিবেচনা করে অন্যের সাথে আত্মীয়তার বন্ধনে আবদ্ধ হয়। যদিও তা অধিকাংশ ক্ষেত্রে কাল্পনিক ও প্রথাগত জ্ঞাতিসম্পর্ক হয়ে থাকে।

৪. নেতৃত্ব সৃষ্টিতে নির্বাচনে সামাজিক বিচার-আচারে জ্ঞাতি প্রথা আমাদের শহরে সমাজে প্রভাব বিস্তার করে থাকে। এসব এলাকার বিভিন্ন সংগঠন তার নীতি অনুসরণকারী ব্যক্তিদের বিভিন্নভাবে সাহায্য সহযোগিতা প্রদান করে থাকে। যা জ্ঞাতিসম্পর্কের ভিত্তি হিসেবে কাজ করে।

৫. আধুনিক শহুরে সমাজের জাতীয়তাবোধ জাগরণে জ্ঞাতিসম্পর্ক ভূমিকা পালন করে থাকে। এ জাতীয়তাবোধকে ভিত্তি করেই বাংলাদেশ নামক স্বাধীন রাষ্ট্রের জন্ম হয়েছিল।

৬. জাতিসম্পর্ক জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে সামাজিক দায়-দায়িত্ব অধিকার সৃষ্টি করে। কিন্তু শহুরে জীবনের জ্ঞাতিসম্পর্কের এ বিষয়টি কিছুটা অনুপস্থিত। এখানে সবাই নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত থাকে। ফলে অন্যকে নিয়ে ভাববার মতো সময় তাদের হয় না।

৭. সামাজিক সম্পর্ককে মজবুত করতে জ্ঞাতিসম্পর্ক ভূমিকা পালন করে থাকে। কিন্তু শহুরে জ্ঞাতিসম্পর্ক এ ধরনের সামাজিক সম্পর্ক গড়ে তুলতে সক্ষম হয় বলে সেখানে জ্ঞাতিসম্পর্ক কিছুটা শিথিল প্রকৃতির হয়।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

সমাজবিজ্ঞান ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০৭– বাংলাদেশে বিবাহ, পরিবার এবং জ্ঞাতিসম্পর্ক

টপিক – ১৪ বিবাহ, পরিবার ও জ্ঞাতিসম্পর্কের ওপর সমাজের আধুনিক উপাদানের প্রভাব

বিবাহ, পরিবার ও জ্ঞাতিসম্পর্কের ওপর সমাজের আধুনিক উপাদানের প্রভাব

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল	
	ক	খ
	গ	ঘ

বিবাহ, পরিবার ও জ্ঞাতিসম্পর্কের ওপর সমাজের আধুনিক উপাদানের প্রভাব

বর্তমান বিশ্ব আধুনিকতার তরীতে ভেসে চলেছে। তথ্যপ্রযুক্তির উন্নয়নে বিশ্ব ব্যবস্থা আজ গতিশীল হয়েছে। যার অবস্থাকে বর্ণনা করার জন্য বলা হচ্ছে পৃথিবীটা একটি Global Village বা বিশ্বগ্রামে পরিণত হয়েছে। একটি গ্রামে যেমন মুহূর্তের মধ্যে একটি খবর বা রীতিনীতি গ্রামের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে ছড়িয়ে পড়ে। ঠিক তথ্যপ্রযুক্তির উৎকর্ষতায় আজ এক প্রান্তের সংস্কৃতি ধারা অন্য প্রান্তে ছড়িয়ে পড়ে সেখানকার সমাজকে, সামাজিক রীতিনীতিকে প্রভাবিত করছে।

বাংলাদেশও আজ আধুনিক তথ্যপ্রযুক্তি দ্বারা প্রভাবিত। দেশটির সমগ্র ব্যবস্থায় আজ আধুনিকতার ছোঁয়া দেখা যায়। তা আমাদের গ্রামীণ শহুরে উভয় সমাজের রীতিনীতি, প্রথা প্রতিষ্ঠান, সংগঠন প্রভৃতিকে প্রভাবিত করে চলেছে।

আধুনিকতার ছোঁয়ায় পরিবার কাঠামো সবচেয়ে বেশি প্রভাবিত হয়েছে। আগের পরিবার কাঠামো ছিল যৌথ পরিবারভিত্তিক। কিন্তু বর্তমানে যৌথ পরিবার কাঠামো ভেঙে যাচ্ছে। নগরায়ণ ও শিল্পায়নের প্রভাবে গ্রামীণ সমাজে পরিবার কাঠামোতেও এসেছে পরিবর্তন। ব্যক্তির উন্নয়ন ভাবনা, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী দৃষ্টিভঙ্গি, শিক্ষা ও সচেতনতা বৃদ্ধি প্রভৃতি কারণে ব্যক্তি পরিবারকে ছেড়ে নিজ স্ত্রী সন্তানকে নিয়ে উন্নত জীবনের আশায় শহরে এসে বসবাস শুরু করছে। যৌথ পরিবারের স্থানে একক পরিবার স্থায়ী ভিত্তি স্থাপন করছে। এছাড়া আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গির কারণে ছেলেমেয়েরা বিবাহ করে নতুন করে বসবাস শুরু করছে আত্মীয়স্বজনকে ছেড়ে। ফলে জন্ম নিচ্ছে নয়াবাস পরিবার।

প্রাচীনকালে পরিবার ছিল শিশুর সকল শিক্ষার প্রাণকেন্দ্র। কিন্তু আধুনিক উপাদান পরিবারের সে কার্যক্রমকে কেড়ে নিয়েছে। বর্তমানে শিশু লালন-পালন কেন্দ্র, দিবা-যত্নকেন্দ্র, কিন্ডারগার্টেন প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান শিশুর শিক্ষার জন্য এবং লালন-পালনের জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে কিন্তু একদিকে শিশুকে এসব প্রতিষ্ঠান আধুনিক মানুষ হিসেবে গড়ে তুললেও তাদের নৈতিকতা শিক্ষা ব্যাহত হচ্ছে।

পরিবার আগে নির্মল বিনোদনের মঞ্চ হিসেবে পরিগণিত হতো। পরিবারের সে বিনোদনের ভিতরে আজ স্থান করে নিয়েছে বিজ্ঞানের সব আধুনিক যন্ত্রপাতি। রেডিও, টেলিভিশন, সিডি, ডিস এন্টেনা, কম্পিউটার, মোবাইল পরিবারে বিনোদনের স্থানটিকে দখল করে নিয়েছে। শিশুরা আজ ছোটবেলা থেকেই এসবের সাথে বেড়ে উঠছে। ফলে তাদের মন-মানসিকতায় আধুনিক বিশ্বে চলার উপযোগী হচ্ছে। বর্তমান বিশ্ব প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের মতো যোগ্যতা তৈরি হচ্ছে। কিন্তু তারপরও এসব আধুনিক যন্ত্রপাতি শুধু যে কল্যাণ বয়ে আনছে তা নয়, অকল্যাণকেও সাথে নিয়ে এসেছে। আধুনিক মিডিয়ায় প্রদর্শিত অশ্লীল চিত্র, আর সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের চিত্র শিশুমনকে প্রভাবিত করে ব্যক্তিজীবনে তাকে বিপথে পরিচালিত করছে। অপরাধকর্মের সাথে জড়িয়ে ব্যক্তিজীবন ধ্বংসের পথে এগিয়ে যাচ্ছে।

বিবাহ, পরিবার ও জ্ঞাতিসম্পর্কের ওপর সমাজের আধুনিক উপাদানের প্রভাব

বিশ্বের প্রতিটি দেশের মতো আধুনিক উপাদান বাংলাদেশের বিবাহ পরিবার এবং জ্ঞাতিসম্পর্কের ওপর নানাভাবে প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছে। বিবাহ প্রথাকে প্রভাবিত করে আধুনিক বিবাহরীতির সূচনা হয়েছে। বিভিন্ন সময়ে পরিবার কাঠামোতে এসেছে পরিবর্তন, পরিবারের ভূমিকা হয়েছে আধুনিক। আর জ্ঞাতিসম্পর্কের ধরনেও এসেছে পরিবর্তন। তবে এ পরিবর্তন সবসময় মানুষের জন্য কল্যাণ বয়ে আনেনি। অকল্যাণকেও সাথে করে নিয়ে এসেছে। আধুনিক উপাদানসমূহ বাংলাদেশে সামাজিক জীবনে যে গতিময়তা সৃষ্টি করছে তার সাথে মানুষ তাল মেলাতে না পেরে একদিকে যেমন বিপদগ্রস্ত বা সমস্যাগ্রস্ত হয়ে পড়ছে; অন্যদিকে, অনেক মানুষ আধুনিকতার জোয়ারে গা ভাসিয়ে দিয়ে বিপথে প্রচলিত হচ্ছে। যা ব্যক্তির ব্যক্তিত্বকে বিসর্জন দিয়ে তাকে অপরাধের দিকে ধাবিত করছে। তবে বলা যায় যে, আধুনিক উপাদানসমূহ আমাদের সামনে ইতিবাচক ও নেতিবাচক দুটি পথই সামনে তুলে ধরেছে। এখন আমরা যেভাবে যেটিকে গ্রহণ করব সমাজ তাই দ্বারা প্রভাবিত হবে। সুতরাং বিবাহ, পরিবার বা জ্ঞাতিসম্পর্ক আধুনিক উপাদানের ইতিবাচক উপাদান দ্বারা প্রচলিত করতে হবে। তবেই সমাজের কাঙ্ক্ষিত উন্নয়ন ত্বরান্বিত হবে।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

সমাজবিজ্ঞান ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০৭– বাংলাদেশে বিবাহ, পরিবার এবং জ্ঞাতিসম্পর্ক

টপিক – ১৫ সৃজনশীল প্রশ্ন সমাধান

সৃজনশীল প্রশ্ন সমাধান

রহিম সাহেব ও তার স্ত্রীর মধ্যে সন্ধি হলো যে তাদের দুই সন্তান রাসেল ও লামিয়াকে যথাক্রমে রহিম সাহেবের বোনের মেয়ে রোমানা এবং তার স্ত্রীর বোনের ছেলে তারেকের সাথে বিয়ে দিবেন। কিছুদিন পর তাদের মনে হলো এ বিয়েতে আত্মীয়ের সংখ্যা বাড়েনি বিধায় তেমন লাভ হয়নি। পাশের বাসার কামাল সাহেব তার বেকার ছেলেকে বিয়ে দিয়ে চাকরি পাইয়েছেন। নতুন আত্মীয়দের সংস্পর্শে তার মনোবল এখন অনেক উঁচুতে।

[কু. বো. '১৬]

ক. চাকমা সমাজের সর্বোচ্চ সংগঠন কী?

খ. 'সাংস্কৃতিক বিশ্বায়ন দেশীয় সংস্কৃতির জন্য হুমকি'- ব্যাখ্যা কর।

গ. উদ্দীপকে রাসেল ও লামিয়ার বিয়ের সাথে কোন ধরনের বিয়ের মিল আছে? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. উদ্দীপকে কামাল সাহেব আত্মীয়তার মাধ্যমে যে সুবিধাগুলো পেয়েছেন এছাড়াও আর কী কী সুবিধা আছে বলে তুমি মনে কর?

সৃজনশীল প্রশ্ন সমাধান

গ্রামের প্রভাবশালী ব্যক্তি রশিদ চৌধুরী নিজ পরিবার নিয়ে গর্ববোধ করেন। তিন ছেলে, ছেলে বউ, নাতি-নাতনি নিয়ে তার বৃহৎ পরিবার। প্রচুর জমিজমা থাকলেও সেসব বর্গাদাররা চাষাবাদ করে। তার ছেলেরা শিক্ষিত এবং গ্রামেই ব্যবসায়-বাণিজ্য করে। তার এক ছেলের স্ত্রী শিক্ষক। অন্য ছেলের স্ত্রী স্থানীয় ইউপি মেম্বার। রশিদ চৌধুরীর ছোট ছেলে সাকিব তার চাকরিজীবী স্ত্রী ও দুই সন্তানসহ শহরে বাস করেন।

[ঢা. বো. '১৮; য. বো. '১৮; সি. বো. '১৮; দি. বো. '১৮]

ক. ক্ষমতার ভিত্তিতে পরিবার কয় ধরনের?

খ. লেভিরেট বিবাহের তাৎপর্য কী?

গ. উদ্দীপকে সাকিবের পরিবারের ধরন ব্যাখ্যা কর।

ঘ. উদ্দীপকে রশিদ চৌধুরীর পরিবারটি সনাতন গ্রামীণ পরিবার থেকে ব্যতিক্রম। বিশ্লেষণ কর।

সৃজনশীল প্রশ্ন সমাধান

সিফাত সাহেব অনেকদিন ধরে শহরে একটি বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানে কাজ করে। গ্রামে তার আরও তিন ভাই এবং মা-বাবা রয়েছে। তার প্রিয় বন্ধু মিরাজের সহযোগিতায় সে তার ভাইদেরকে শহরে এনে মোটা বেতনে চাকরির ব্যবস্থা করে। তাই সে নিজেকে খুব সুখী ভাবে। কিন্তু গ্রামে পড়ে থাকা তার বৃদ্ধ মা-বাবার জন্য তার মন কাঁদে।

[চ. বো. '১৭; ব. বো. '১৭: দি. বো. '১৭]

ক. বিধবা বিবাহ কী?

খ. নয়াবাস পরিবার বলতে কী বোঝ?

গ. উদ্দীপকের সিফাত ও মিরাজ কোন ধরনের জ্ঞাতি বন্ধনে আবদ্ধ? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. সিফাত সাহেবের যৌথ পরিবার ভেঙে যাওয়ার একমাত্র কারণ কোনটি বলে তুমি মনে কর? মতামত দাও।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

সমাজবিজ্ঞান ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০৭– বাংলাদেশে বিবাহ, পরিবার এবং জ্ঞাতিসম্পর্ক

টপিক – ১৬ বহুনির্বাচনী প্রশ্ন সমাধান

বহুনির্বাচনী প্রশ্ন সমাধান

১.পরিবার কীসের ভিত্তিতে গড়ে ওঠে?
ক. ঐক্যবদ্ধভাবে বসবাসের ভিত্তিতে
খ. গোত্র সম্পর্কের ভিত্তিতে
গ. বৈবাহিক সম্পর্কের ভিত্তিতে
ঘ. বন্ধুত্বের ভিত্তিতে

২.পরিবারের স্থায়িত্ব ও সামাজিক স্বীকৃতির ভিত্তি কোনটি?
ক. ধর্ম
খ. প্রথা
গ. বিবাহ
ঘ. চুক্তি

৩.বিবাহ হলো এক ধরনের-
ক. চুক্তি
খ. সম্পর্ক
গ. বন্ধুত্ব
ঘ. বোধ

৪.বিবাহের মাধ্যমে একজন নারী ও একজন পুরুষ কী ক্ষমতা লাভ করে?
ক. একত্রে বসবাস করার চূড়ান্ত ক্ষমতা
খ. মিলেমিশে বাস করার সাধারণ ক্ষমতা
গ. পরস্পরের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের ক্ষমতা
ঘ. পারস্পরিক ব্যবসায়িক ক্ষমতা

৫.বিবাহের মাধ্যমে জ্ঞাতি-গোষ্ঠীর মধ্যে কী তৈরি হয়?
ক. পারস্পরিক দায় দায়িত্বহীনতা
খ. পারস্পরিক অধিকার ও কর্তব্য
গ. পারস্পরিক হিংসা বিদ্বেষ
ঘ. কোনোটিই নয়

বহুনির্বাচনী প্রশ্ন সমাধান

৬. "বিবাহ হচ্ছে নারী ও পুরুষের মোটামুটি স্থায়ী এমন একটি সম্পর্ক যা কেবল সন্তান জন্মদান পর্যন্তই স্থায়ী হয় না, বরং এরপরও কিছুদিন অন্তত স্থায়ী হয়।"- কে বলেছেন?

ক. রবিন ফক্স খ. বটোমোর গ. ওয়েস্টারমার্ক ঘ. রাসেল

৭. বিবাহ সম্পাদনের সাধারণ শর্ত কয়টি?

ক. ৫টি খ. ৭টি গ. ৬টি ঘ. ৪টি

৮. বাংলাদেশে বিবাহের আইনগত বয়সসীমা কত বছর?[সকল বোর্ড '১৮।

ক. মেয়ে ১৬ ছেলে ২০ খ. মেয়ে ১৮ ছেলে ২১

গ. মেয়ে ১৮ ছেলে ২০ ঘ. মেয়ে ২১ ছেলে ২৪

৯. মনোগামী বলতে কোন ধরনের বিবাহকে বোঝায়?

ক. একক বিবাহ খ. বহুস্বামী বিবাহ গ. বহুস্ত্রী বিবাহ ঘ. বিধবা বিবাহ

১০. বাংলাদেশে সাধারণত কোন ধরনের বিবাহ প্রচলিত?

ক. বহু বিবাহ খ. এক বিবাহ গ. বহু পতি বিবাহ ঘ. বহু পত্নি বিবাহ

বহুনির্বাচনী প্রশ্ন সমাধান

১১. সুষ্ঠু সামাজিক ও বৈবাহিক সম্পর্ক গড়ে তোলা কোন বিবাহের বৈশিষ্ট্য?
ক. এক বিবাহ খ. বহু বিবাহ গ. বিধবা বিবাহ ঘ. বহুপত্নীক বিবাহ

১২. বাংলাদেশের সমাজে বিশেষভাবে লক্ষণীয় ও প্রচলিত বিবাহ রীতি হলো-
ক. Levirate খ. Sororate
গ. Corss Cousin Marriage ঘ. Levirate ও Sororate

১৩. সরোরেট বিবাহ বলতে বোঝায়-
ক. মৃত ভাইয়ের স্ত্রীকে বিবাহ করা খ. মৃত বোনের স্ত্রীকে বিবাহ করা
গ. মৃত স্ত্রীর 'ছোট বোনকে বিবাহ করা ঘ. একাধিক বোনকে বিবাহ করা

১৪. চাচাতো ও খালাতো ভাইবোনের মধ্যে সংঘটিত বিবাহকে কী বলে?
ক. লেভিরেট খ. ক্রস কাজিন গ. অন্তর্বিবাহ ঘ. প্যারালাল কাজিন

১৫. প্যারালাল কাজিন বিবাহ রীতি প্রচলিত কোন সমাজে?
ক. হিন্দু সমাজে খ. মুসলিম সমাজে গ. বৌদ্ধ সমাজে ঘ. নৃতাত্ত্বিক সমাজে

THANK YOU